﴿٣١﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٢﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ۝

৩১। কা-লা ফামা- খাত্বুবকুম আইয়্যুহাল্ মুরসালূন। ৩২। কা-লূ~ইন্না~উর্সিল্না~ইলা- ক্বাওমিম্ মুজ্বরিমীন।
(৩১) ইব্রাহীম বললেন, হে প্রেরিত (ফেরেশতাগণ)! তোমাদের আসল কাজ কি? (৩২) তারা জবাবে বলল, আমরা এক পাপী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

﴿٣٣﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٤﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝

৩৩। লিনুর্সিলা 'আলাইহিম হিজা-রাতাম্ মিন্ ত্বীন। ৩৪। মুসাওয়ামাতান্ 'ইন্দা রাব্বিকা লিল্মুস্রিফীন।
(৩৩) তাদের ওপর মাটির (তৈরিকৃত) পাথর নিক্ষেপ করার জন্য। (৩৪) যা চিহ্নযুক্ত ছিল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সীমালংঘনকারীদের জন্য।

﴿٣٥﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ

৩৫। ফাআখ্রাজ্না- মান্ কা-না ফীহা- মিনাল্ মু'মিনীন। ৩৬। ফামা- ওয়াজ্দ্না- ফীহা- গাইরা বাইতিম্ মিনাল্
(৩৫) সেখানে যে মুমিনগণ ছিল, আমি তাদেরকে বের করেছিলাম। (৩৬) এবং আমি সেখানে শুধু মুসলমানের একটি পরিবারই

﴿٣٧﴾ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٩﴾ وَفِي

মুস্লিমীন। ৩৭। ওয়া তারাক্না- ফীহা~আ-য়াতাল্ লিল্লাযীনা ইয়াখা-ফূনাল্ 'আযা-বাল্ আলীম। ৩৮। ওয়া ফী
পেয়েছি। (৩৭) আমি সেখানে এক নিদর্শন রেখেছি তাদের জন্য, যারা কষ্টকর শাস্তিকে ভয় করে। (৩৮) এবং মূসার ঘটনার মধ্যেও রয়েছে নিদর্শন,

مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٩﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ

মূসা~ইয্ আর্সাল্না-হু ইলা- ফির্'আওনা বিসুল্ত্বা-নিম্ মুবীন। ৩৯। ফাতাওয়াল্লা- বিরুক্নিহী ওয়া ক্বা-লা সা-হিরুন্
যখন আমি তাকে ফিরআউনের নিকট সুস্পষ্ট যুক্তিসহ প্রেরণ করেছিলাম, (৩৯) তখন সে তার শক্তির কারণে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, এ (মূসা) একজন যাদুকর,

أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤١﴾ وَفِي

আও মাজ্নূন। ৪০। ফাআখাযনা-হু ওয়া জুনূদাহূ ফানাবাযনা-হুম্ ফিল্ ইয়াম্মি ওয়া হুওয়া মুলীম। ৪১। ওয়া ফী
বা একজন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি। (৪০) পরিশেষে আমি তাকে এবং তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম এবং সে ছিল অপরাধী। (৪১) অনুরূপভাবে

عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤٢﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ

'আ-দিন্ ইয্ আর্সাল্না- 'আলাইহিমুর্ রীহাল্ 'আক্বীম। ৪২। মা-তাযারু মিন্ শাইয়িন আতাত্ 'আলাইহি ইল্লা- জ্বা'আলাত্হু
আ'দের ঘটনার মধ্যেও আমি নিদর্শন রেখেছি, আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম অমঙ্গলজনক বায়ু। (৪২) সে বায়ু যার ওপর থেকেই বয়ে গিয়েছিল, তাকেই ধ্বংস

كَالرَّمِيمِ ﴿٤٣﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ

কার্রামীম। ৪৩। ওয়া ফী ছামূদা ইয্ ক্বীলা লাহুম্ তামাত্তা'উ হ্বাত্তা- হ্বীন। ৪৪। ফা'আতাও 'আন্ আম্রি
করে দিয়েছিল (৪৩) এবং সামূদের (ঘটনার) মধ্যেও রয়েছে নিদর্শন, যখন তাদেরকে বলা হল যে, তোমরা অল্প কয়েকদিনের জন্য ভোগ করে লও। (৪৪) কিন্তু তারা তাদের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ خطبكم - অর্থাৎ সু-সংবাদ দেয়া ছাড়া তোমাদের আগমনের কি উদ্দেশ্য রয়েছে?
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ قوم مجرمين - এখানে লূত সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৪) ঃ مسومة - (শনাক্ত করা) অর্থাৎ সে পাথরগুলো শনাক্ত করা ছিল। যাতে বুঝা যেত যে, এগুলো শাস্তি দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট পাথর। সে পাথরের আঘাতে যে মারা যাবে, সে পাথরে সে ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৬) ঃ غير بيت - এক মুসলিম পরিবার দ্বারা এখানে হযরত লূতের (আ) গৃহকে বুঝান হয়েছে। যে গৃহে তাঁর দু কন্যা এবং তাঁর কিছু অনুসারী বসবাস করতেছিল। (কুঃ কারীম)

رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا

রাব্বিহিম ফাআখাযাত্হুমুস্ব স্বা-'ইক্বাতু ওয়া হুম্ ইয়ানযুরূন। ৪৫। ফামাস্ তাত্বা-'উ মিন্ ক্বিয়া-মিওঁ ওয়ামা- কা-নূ

রবের নির্দেশের বিদ্রোহ করল। ফলে, তাদেরকে পাকড়াও করল এক ভয়ংকর আওয়াজ, যা তারা দেখছিল। (৪৫) তারা দাঁড়াতেও পারল না এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাও নিতে

مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَالسَّمَآءَ ২ ১৮ ২ রুকু

মুন্তাস্বিরীন। ৪৬। ওয়া ক্বাওমা নূহিম্ মিন্ ক্বাব্লু; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বাওমান্ ফা-সিক্বীন। ৪৭। ওয়াস্ সামা—আ

পারল না। (৪৩) নূহের সম্প্রদায়কেও এরপূর্বে অনুরূপভাবে শাস্তি দিয়েছিলাম, তারা ছিল পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়। (৪৭) আমি আকাশমণ্ডলী

بَنَيْنٰهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ

বানাইনা-হা- বিআইদিওঁ ওয়া ইন্না- লামূসি'উন। ৪৮। ওয়াল্ আর্দ্বা ফারাশ্না-হা- ফানি'মাল্ মা-হিদূন। ৪৯। ওয়া মিন্ কুল্লি

সৃষ্টি করেছি আমার শক্তি বলে, আমি অবশ্যই শক্তিশালী। (৪৮) আমি যমীনকে বিছিয়ে রেখেছি, আমি খুবই সুন্দর প্রস্তুতকারী। (৪৯) আমি প্রতিটি বস্তু

شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَفِرُّوْا إِلَى اللّٰهِ ۖ إِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ

শাইয়িন্ খালাক্বনা- যাওজ্বাইনি লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন। ৫০। ফাফির্রূ~ইলাল্লা-হি ; ইন্নী লাকুম মিন্হু

জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার। (৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে

نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ۖ إِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

নাযীরুম্ মুবীন। ৫১। ওয়ালা- তাজ্ব'আলূ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খারা ; ইন্নী লাকুম্ মিন্হু নাযীরুম্ মুবীন।

স্পষ্ট সাবধানকারী। (৫১) তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ নির্ধারণ কর না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে সাবধানকারী।

﴿٥٢﴾ كَذٰلِكَ مَآ أَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُوْنٌ

৫২। কাযা-লিকা মা~আতাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্ মির্ রাসূলিন্ ইল্লা- ক্বা-লূ সা-হিরুন্ আও মাজ্বনূন।

(৫২) অনুরূপভাবে যারা তাদের পূর্বে ছিল, তাদের নিকট যে রাসূলই এসেছে, তাদের তারা বলেছে, এতো একজন যাদুকর অথবা মস্তিষ্ক বিকৃত লোক।

﴿٥٣﴾ أَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٥﴾ وَذَكِّرْ

৫৩। আতাওয়া-স্বাও বিহী, বাল্ হুম ক্বাওমুন্ ত্বা-গূন। ৫৪। ফাতাওয়াল্লা 'আন্হুম ফামা~আন্তা বিমালূম। ৫৫। ওয়া যাক্কির্

(৫৩) তারা কি এ কথাটি একে অন্যকে অন্তিম বাণী হিসেবে বলে আসতেছে? বরং ওরা পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়। (৫৪) সুতরাং আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন, তাতে আপনি অভিযুক্ত হবেন না। (৫৫) আপনি উপদেশ দিন,

فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

ফাইন্নায্ যিক্‌রা- তান্ফা'উল্ মু'মিনীন। ৫৬। ওয়ামা- খালাক্বতুল্ জ্বিন্না ওয়াল্ ইন্সা ইল্লা- লিইয়া'বুদূন।

উপদেশ মুমিনগণের কল্যাণ বয়েই আনবে। (৫৬) আমি জ্বীন এবং মানুষকে শুধু এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি যে, যাতে তারা আমারই ইবাদাত করে।

﴿٥٧﴾ مَآ أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ

৫৭। মা~উরীদু মিন্হুম্ মির্ রিয্ক্বিওঁ ওয়ামা~উরীদু আই ইউত্ব'ইমূন। ৫৮। ইন্নাল্লা-হা হুওয়ার্ রায্যা-ক্বু

(৫৭) আমি তাদের থেকে কোন খাদ্য চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমার খাবার ব্যবস্থা করবে। (৫৮) আল্লাহইতো রিযিক দাতা এবং

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٩﴾ فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ أَصْحٰبِهِمْ

যুল্ কুওয়্যাতিল্ মাতীন। ৫৯। ফাইন্না লিল্লাযীনা জালামূ যানূবাম্ মিছ্লা যানূবি আস্বহা-বিহিম্

তিনি (সর্ব বিষয়ে) অত্যন্ত ক্ষমতাবান। (৫৯) যারা জালিম তাদেরও, তাদের পূর্ববর্তী সাথীদের (শাস্তির) অংশের অনুরূপ (শাস্তির) অংশ রয়েছে।

৩ ২/১৪ রুকু فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٦٠﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ

ফালা- ইয়াস্তা'জ্বিলূন্। ৬০। ফাওয়াইলুল লিল্লাযীনা কাফারূ মিই ইয়াওমিহিমুল্ লাযী ইউ'আদূন।

সুতরাং তারা যেন (শাস্তি) দ্রুত কামনা না করে। (৬০) সুতরাং বিপদ কাফিরদের জন্য সেদিনের, যে দিনের সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

সূরা তূর মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৪৯ রুকূ ঃ ২

(১) وَالطُّوْرِ ﴿٢﴾ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ﴿٣﴾ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ﴿٤﴾ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ

১। ওয়াত্বতূরি। ২। ওয়া কিতা-বিম্ মাস্‌তূর। ৩। ফী রাক্কিম্ মান্‌শূরি ৪। ওয়াল্ বাইতিল্ মা'মূর।

(১) শপথ তূর পর্বতের; (২) এবং (শপথ) লিপিবদ্ধ কিতাবের (৩) যা (লিপিবদ্ধ) প্রশস্ত কাগজে (৪) এবং (শপথ) বাইতুল মামুনের,

﴿٥﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ﴿٦﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ﴿٧﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ

৫। ওয়াস্‌সাক্বফিল্ মারফূ'ই ৬। ওয়াল্ বাহ্‌রিল্ মাস্‌জূর ৭। ইন্না 'আযা-বা রাব্বিকা লাওয়া-ক্বি'উন।

(৫) এবং (শপথ) সু-উচ্চ আকাশের, (৬) এবং (শপথ) উত্তাল সমুদ্রের। (৭) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবধারিত।

﴿٨﴾ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ﴿٩﴾ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ﴿١٠﴾ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١١﴾ فَوَيْلٌ

৮। মা- লাহূ মিন দা-ফি'ই ৯। ইয়াওমা তামূরুস্ সামা—উ মাওরা- ১০। ওয়া তাসীরুল জিবা-লু সাইরা-। ১১। ফাওয়াইলুই

(৮) তা (শাস্তি) প্রতিরোধকারী কেউই নেই। (৯) যেদিন আকাশ প্রচণ্ডভাবে দুলতে থাকবে, (১০) পাহাড়গুলো তীব্র গতিতে চলতে থাকবে, (১১) সেদিন

يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٢﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ﴿١٣﴾ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ

ইয়াওমাইযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীনা ১২। আল্লাযীনা হুম ফী খাওদ্বিই ইয়াল্'আবূন। ১৩। ইয়াওমা ইউদা'য়্যূনা

(কঠিন) বিপদ সে মিথ্যাবাদীদের জন্য, (১২) যারা খেল-তামাসা বশতঃ নিরর্থক (অন্যায়) কাজে নিমজ্জিত থাকে। (১৩) যেদিন তাদেরকে ধাক্কা দিতে দিতে

اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٤﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٥﴾ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ

ইলা-না-রি জ্বাহান্নামা দা'য়্যূন্। ১৪। হা-যিহিন্ না-রুল্লাতী কুন্‌তুম্ বিহা- তুকায্‌যিবূন। ১৫। আফাসিহ্‌রুন্ হা-যা~

জাহান্নামের অগ্নির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে (১৪) তখন তাদেরকে বলা হবে এই সে জাহান্নামের অগ্নি যা তোমরা মিথ্যা বলতে। (১৫) এটাকি যাদু? না তোমরা

❂ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ والطور, - তূর সে পাহাড়, যে পাহাড়ে বসে আল্লাহ তায়ালার সাথে হযরত মূসা (আ)-এর কথোপকথন হয়েছিল। এ পাহাড়কে "সীনাই পর্বতও" বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা এ মর্যাদার কারণে, সে পাহাড়ের শপথ করেছেন।

❂ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ بيت المعمور - বায়তুল মামুর সপ্তম আকাশে অবস্থিত। যেখানে ফেরেশতাগণ ইবাদাত করেন। সে ইবাদাতখানাটিতে। (বায়তুল মামুরে) ফেরেশতাগণের এত সমাগম যে, দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা তার মধ্যে ইবাদাতের জন্য প্রবেশ করেন এবং যারা একবার প্রবেশ করেন, তারা কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় আর প্রবেশের সুযোগ পাবেন না। (কুঃ কারীম)

কেউ বলেন– কাবা গৃহকে বুঝানো হয়েছে। যে পবিত্র গৃহে সর্বদাই মানুষ ইবাদাতে রত থাকেন। মা'মুর (معمور) অর্থ বসতিপূর্ণ। (কুঃ কারীম)

أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا

আম্ আন্তুম্ লা-তুব্সিরূন। ১৬। ইস্লাওহা- ফাস্বিরূ~আওলা- তাস্বিরূ, সাওয়া—উন্ 'আলাইকুম ; ইন্নামা-

দেখতেই পাচ্ছ না? (১৬) তোমরা এখন জাহান্নামে প্রবেশ কর, এখন তোমরা ধৈর্যধর বা ধৈর্য না ধর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান; তোমাদেরকে তোমাদের

تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٨﴾ فَاكِهِينَ بِمَا

তুজ্যাওনা মা- কুন্তুম্ তা'মালূন। ১৭। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী জ্বান্না-তিওঁ ওয়া না'ঈম। ১৮। ফা-কিহীনা বিমা~

কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (১৭) আর পরহেজগার ব্যক্তিগণ থাকবে জান্নাতে এবং নেয়ামতের মধ্যে, (১৮) তাদের

آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا

আ-তা-হুম রাব্বুহুম, ওয়া ওয়াক্বা-হুম্ রাব্বুহুম্ 'আযা-বাল্ জ্বাহীম। ১৯। কুলূ ওয়াশ্রাবূ হানী—আম্

রব তাদের যা কিছু দান করবেন তাতে তারা খুশী থাকবে এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচাবেন। (১৯) বলা হবে তৃপ্তিসহ খাও এবং পান কর,

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝

বিমা- কুন্তুম্ তা'মালূন। ২০। মুত্তাকিঈনা 'আলা- সুরুরিম্ মাস্বফূফাতিন্, ওয়া যাওয়্যাজ্বনা-হুম্ বিহূরিন 'ঈন্।

যা তোমরা করতে তার বিনিময়। (২০) তারা সু-সজ্জিত সারিবদ্ধ আসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং আমি তাদের জীবন সঙ্গী করে দিব বড় ও সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট হুরকে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا ﴿٢١﴾

২১। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়াত্তাবা'আত্হুম যুররিয়্যাতুহুম্ বিঈমা-নিন আল্হ্বাক্বনা-বিহিম্ যুররিয়্যাতাহুম্ ওয়ামা~

(২১) যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিগণও ঈমানে তাদের অনুসারী থাকে, আমি তাদের সন্তানগণকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করে দিব এবং তাদের

أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ وَأَمْدَدْنَاهُم

আলাত্না-হুম্ মিন্ 'আমালিহিম্ মিন্ শাইয়িন ; কুল্লুম্রিইম্ বিমা- কাসাবা রাহীন্। ২২। ওয়া আম্দাদনা-হুম্

আমল থেকে আমি আদৌ হ্রাস করব না; প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। (২২) আমি তাদেরকে (জান্নাতীগণকে)

بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ۝

বিফা-কিহাতিওঁ ওয়া লাহ্মিম্ মিম্মা- ইয়াশ্তাহূন। ২৩। ইয়াতানা-যা'উনা ফীহা- কা'সাল্ লা-লাগ্উন্ ফীহা- ওয়ালা- তা'ছীম।

তাদের পছন্দনীয় গোশত, ফলমূল খুব বেশি করে দিব। (২৩) তারা পরস্পরে টানাটানি করবে শরাব ভর্তি পাত্র, যে শরাব পানে কেউ অহেতুক কথা বলবে না এবং গুনাহর কাজও করবে না।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

২৪। ওয়া ইয়াত্বূফু 'আলাইহিম গিল্মা-নুল্ লাহুম্ কাআন্নাহুম্ লু'লুউম্ মাক্নূন্। ২৫। ওয়া আক্বালা বা'দ্বুহুম

(২৪) তাদের খেদমতের জন্য তাদের চারপাশে ঘোরাফেরা করবে আচ্ছাদিত মোতির সদৃশ বালকগণ। (২৫) তারা (জান্নাতীরা) একে অন্যের দিকে মুখ করে

○ টীকা (আঃ ১৬) ঃ অর্থাৎ, তোমাদের হা-হুতাশের দরুন মুক্তিও পাবে না এবং তোমাদের প্রতি বশ্যতা ও দয়াপরবশ হয়ে তোমাদেরকে দোযখ হতে বেরও করা হবে না; বরং চিরকাল তাতেই থাকতে হবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২১) ঃ অর্থাৎ, যারা ঈমান আনয়ন করছে এবং তাদের সন্তানেরাও তাদের অনুসরণপূর্বক ঈমান আনয়ন করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকেও মর্যাদায় তাদের পূর্বপুরুষের সমান করে দিবেন। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২১) ঃ অর্থাৎ, সে পিতৃ-পিতামহদের কতক আমল গ্রহণ করে উক্ত সন্তানদেরকে প্রদান করতঃ উভয়ের আমল সমান করব না; বরং সন্তানের সওয়াব বৃদ্ধি করে পূর্ব পুরুষদের সমান করে দিব। ফলে পিতা স্বীয় উচ্চস্তরেই থাকবেন, তার আমল একটুও কমান হবে না। (বঃ কোঃ)

عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٦﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَمَنَّ اللَّهُ

'আলা- বা'দ্বিই ইয়াতাসা—আলূন। ২৬। ক্বা-লূ~ইন্না- কুন্না-ক্বাবলু ফী~আহ্‌লিনা- মুশ্‌ফিক্বীন। ২৭। ফামান্নাল লা-হু

পরস্পরে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবে। (২৬) তারা বলবে, আমরা এর পূর্বে আমাদের লোকজনের মধ্যে ভীত অবস্থায় ছিলাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি

عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٨﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ط إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ

'আলাইনা- ওয়া ওয়াক্বা-না- 'আযা-বাস্ সামূম। ২৮। ইন্না- কুন্না- মিন ক্বাবলু নাদ্'উহু ; ইন্নাহূ হুওয়াল বাররুর

দয়া করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে বাঁচিয়েছেন। (২৮) আমরা এর পূর্বেও তাঁরই ইবাদাত করতাম। নিশ্চয়ই তিনি দানশীল

১ ع ২৮ ৩ রুকূ

الرَّحِيمُ ﴿٢٩﴾ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٣٠﴾ أَمْ يَقُولُونَ

রাহীম। ২৯। ফাযাক্কির্ ফামা~আন্‌তা বিনি'মাতি রাব্বিকা বিকা-হিনিঁও ওয়ালা- মাজ্‌নূন। ৩০। আম্ ইয়াক্বূলূনা

দয়ালু। (২৯) সুতরাং আপনি উপদেশ বাণী শোনাতে থাকুন আপনি আপনার প্রতিপালকের দয়ায় গণকও নন এবং মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তিও নন। (৩০) তারা কি একথা বলছে যে,

شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣١﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ○

শা-'ইরুন্ নাতারাব্বাস্বু বিহী রাইবাল্ মানূন। ৩১। কুল্ তারাব্বাস্বূ ফাইন্নী মা'আকুম্ মিনাল মুতারাব্বিস্বীন।

সে একজন কবি? আমরা তার জন্য কালচক্রের প্রতীক্ষা করছি। (৩১) আপনি বলুন, তোমরা (এ) প্রতীক্ষায় থাক; আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।

﴿٣٢﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ج

৩২। আম্ তা'মুরুহুম আহ্‌লা-মুহুম বিহা-যা~আম্ হুম ক্বাওমুন ত্বা-গূন। ৩৩। আম্ ইয়াক্বূলূনা তাক্বাওওয়্যা লাহূ,

(৩২) তাদের জ্ঞান কি তাদেরকে (মিথ্যা) কথা বুঝাচ্ছে। না তারা বিদ্রোহী সম্প্রদায়? (৩৩) তারা কি বলে যে, এ নবী (কুরআন) নিজে বানিয়েছে?

بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٤﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خُلِقُوا

বাল্ লা- ইউ'মিনূন। ৩৪। ফালইয়া'তূ বিহাদীছিম মিছলিহী~ইন কা-নূ স্বা-দিক্বীন। ৩৫। আম্ খুলিক্বূ

মূলতঃ তারা অবিশ্বাসী। (৩৪) তারা এ কুরআনের অনুরূপ কোন কালাম নিয়ে আসুক, যদি তারা তাদের কথায় সত্যবাদী হয়। (৩৫) তারা কি কোন স্রষ্টা

مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ج بَلْ لَا

মিন গাইরি শাইয়িন আম্ হুমুল্ খা-লিক্বূন। ৩৬। আম্ খালাক্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা, বাল্ লা-

ব্যতীত নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে? না তারা নিজেরা (নিজেদেরই) সৃষ্টি করেছে? (৩৬) তারা কি সৃষ্টি করেছে আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী? বরং তারাই বিশ্বাসী

يُوقِنُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ

ইউক্বিনূন। ৩৭। আম্ 'ইন্দাহুম খাযা—ইনু রাব্বিকা আম্ হুমুল্ মুস্বাইত্বিরূন। ৩৮। আম্ লাহুম সুল্লামুঁই

নয়। (৩৭) তাদের কাছে কি আপনার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার মওজুদ রয়েছে, না তারা সে ভাণ্ডারের প্রহরী। (৮) অথবা তাদের কাছে কি কোন সিঁড়ি আছে,

✪ টীকা (আঃ ২৯) ঃ যেমন এই মুশরিকরা বলে থাকে, "যে সমস্ত শয়তানের সাহায্যে আপনি গায়েবী খবর বলে থাকেন, তারা আপনাকে ত্যাগ করেছে।" তারা আরও বলে থাকে, "আপনি পাগল," আল্লাহ তায়ালা এখানে এতদুভয় উক্তি খণ্ডন করে বলেন, এদের কথা ভিত্তিহীন। আপনি গণৎকারও নন, উন্মাদও নন। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৩১) ঃ দুররে মান্‌সূর কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোরাইশগণ পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, ইনি একজন কবি মাত্র। অপরাপর কবিরা যেমন মরে গেছে, তদ্রূপ তিনিও অচিরেই মরে যাবেন। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৩০) ঃ ফলে যাকে ইচ্ছা নবুয়াত দেওয়া হবে। মোট কথা, দান দুই প্রকার হতে পারে, প্রথম প্রকার এই যে, অর্থ নিজের হাতে থাকা, দ্বিতীয় প্রকার এই যে, অর্থ নিজের হাতে থাকে না; কিন্তু কোষাধ্যক্ষগণ তার আজ্ঞাধীন, তার স্বাক্ষর দেখলেই কোষাধ্যক্ষগণ প্রদান করে। এরূপ কোন অবস্থায়ই তাদের নন। (বঃ কোঃ)

يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ

ইয়াস্তামি'উনা ফীহি, ফাল্ইয়া'তি মুস্তামি'উহুম্ বিসুল্ত্বা-নিম্ মুবীন। ৩৯। আম্ লাহুল্ বানা-তু ওয়া লাকুমুল্

যাতে চড়ে তারা শ্রবণ করে? যদি থাকে তবে তার শ্রবণকারী সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করুক। (৩৯) তবে কি আল্লাহর জন্য সব কন্যা সন্তান এবং তোমাদের জন্য সব পুত্র

الْبَنُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ

বানূন। ৪০। আম্ তাস্আলুহুম্ আজ্রান ফাহুম্ মিম্ মাগ্রামিম্ মুছ্ক্বালূন্। ৪১। আম্ 'ইন্দা হুমুল্ গাইবু ফাহুম্

সন্তান? (৪০) তবে কি আপনি তাদের কাছে কিছু পারিশ্রমিক দাবি করছেন যে, তারা তা ভারী জরিমানা মনে করছে? (৪১) অথবা তাদের কাছে কি কোন গোপন খবর আছে,

يَكْتُبُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٣﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ

ইয়াক্তুবূন। ৪২। আম্ ইউরীদূনা কাইদান ; ফাল্লাযীনা কাফারূ হুমুল্ মাকীদূন। ৪৩। আম্ লাহুম ইলা-হুন্

যা দিয়ে তারা তা লিখে রাখে? (৪২) অথবা তারা কি কোন প্রতারণা করতে চাচ্ছে? জেনে রাখো! কাফিররাই হবে প্রতারিত। (৪৩) বা তাদের কি আল্লাহ ব্যতীত

غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا

গাইরুল্লা-হি ; সুব্হা-নাল লা-হি 'আম্মা- ইউশ্রিকূন ৪৪। ওয়া ইঁইয়ারাও কিস্ফাম্ মিনাস্ সামা —ই সা-ক্বিত্বাঁই

অন্য কোন মাবুদ আছে? আল্লাহ অতি পবিত্র সেসব কিছু থেকে, যেগুলো তারা শরীক করে। (৪৪) যদি তারা আকাশ হতে কোন টুকরা ভেঙ্গে পড়তে দেখে তবুও

يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٥﴾ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۝

ইয়াকূলূ সাহা-বুম্ মারকূম্। ৪৫। ফাযার্হুম্ হাত্তা- ইউলা-ক্বূ ইয়াওমাহুমুল্ লাযী ফীহি ইউস্ব'আকূন।

বলবে, এতো স্তূপীকৃত মেঘ। (৪৫) সুতরাং আপনি তাদেরকে (তাদের প্রশান্তির ওপর) ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা বেহুঁশ হয়ে পড়বে।

﴿٤٦﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا

৪৬। ইয়াওমা লা- ইউগ্নী 'আন্হুম্ কাইদুহুম শাইআওঁ ওয়ালা-হুম ইউন্স্বারূন। ৪৭। ওয়া ইন্না লিল্লাযীনা জালামূ

(৪৬) যেদিন তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কোনই উপকারে আসবে না এবং যেদিন তাদের কোনই সাহায্য করা হবে না। (৪৭) এছাড়াও পাপিষ্ঠদের জন্য

عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٨﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

'আযা-বান দূনা যা-লিকা ওয়ালা- কিন্না আক্ছারাহুম্ লা- ইয়া'লামূন। ৪৮। ওয়াস্বির্ লিহুক্মি রাব্বিকা ফাইন্নাকা বিআ'ইউনিনা-

আরও শাস্তি রয়েছে। কিন্তু ওদের অনেকেই তা জানে না। (৪৮) আপনি ধৈর্যের সাথে আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকুন। আপনি আমার দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছেন।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝ ع ২ 4 রুকু

ওয়াসাব্বিহ্ বিহাম্দি রাব্বিকা হীনা তাকূম। ৪৯। ওয়া মিনাল্ লাইলি ফাসাব্বিহ্হু ওয়া ইদ্বা-রান্ নুজূম।

যখন আপনি নিদ্রা থেকে ওঠেন, তখন আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ বর্ণনা করুন। (৪৯) এবং তাঁর তাসবীহ বর্ণনা করুন রাতের বেলা এবং তারকাসমূহ অস্তের সময়ও।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৮) ঃ حين تقوم - এখানে 'ওঠা" দ্বারা; কেউ বলেন, যখন নামাজের জন্য দাঁড়াবে তখন তাসবীহ পাঠ করবে। যেমন– নামাজের শুরুতে, 'সানা' পাঠ করা হয়। কেউ বলেন, যখন নিদ্রা থেকে ওঠবে, তখন তাসবীহ পাঠ করবে। কেউ বলেন, যখন কোন মজলিস থেকে ওঠে দাঁড়াবে, তখন তাসবীহ পাঠ করবে। যেমন– হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে ওঠার সময় এ দোয়া পাঠ করবে, সে মজলিস তার জন্য গুনাহর কাফফারা হয়ে যাবে। (অর্থাৎ গুনাহ মাফের কারণ হয়ে যাবে)। سبحان اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ ادبار النجوم - দ্বারা ফজরের দু রাকাত সুন্নাতকে বুঝান হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ফজরের দু রাকাত সুন্নাত নামাজ পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সবকিছু হতে উৎকৃষ্ট। (কুঃ কারীম)

সূরা নাজ্‌ম মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৬২ রুকূ ঃ ৩

(১) وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (২) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (৩) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

১। ওয়ান্‌ নাজ্‌মি ইযা- হাওয়া-। ২। মা-দ্বাল্লা স্বা-হিবুকুম্‌ ওয়ামা- গাওয়া-। ৩। ওয়ামা- ইয়ান্‌ত্বিক্বু 'আনিল্‌ হাওয়া-।
(১) শপথ তারকার, যখন তা পতিত হয়। (২) তোমাদের সাথী বিপথগামী হননি এবং বিভ্রান্তও হননি। (৩) এবং সে তার নিজ ইচ্ছায় কোন কথাই বলে না।

(৪) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (৫) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (৬) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝

৪। ইন্‌ হুওয়া ইল্লা- ওয়াহ্‌য়ুইয়ূউহ্‌ ইউহা- ৫। 'আল্লামাহূ শাদীদুল কুওয়া- ৬। যূ মির্‌রাতিন ; ফাস্‌তাওয়া-;
(৪) এতো শুধু ওহী, যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়। (৫) তা তাকে শিক্ষা দেয় একজন শক্তিশালী, ক্ষমতাবান (ফেরেশতা)। (৬) অতঃপর সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল।

(৭) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ (৮) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (৯) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝

৭। ওয়া হুওয়া বিল্‌ উফুক্বিল্‌ আ'লা। ৮। ছুম্মা দানা- ফাতাদাল্লা-। ৯। ফাকা-না ক্বা-বা ক্বাওসাইনি আও আদ্‌না-।
(৭) এবং সে তখন উর্ধ্ব আকাশের এক প্রান্তে ছিল। (৮) অতঃপর সে তাঁর অতি নিকটতম হল ও ঝুলে গেল। (৯) ফলে, তাদের মধ্যে দু ধনুকের দূরত্বের পরিমাণ ব্যবধান রইলো এবং তার চেয়েও কম।

(১০) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (১১) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (১২) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ

১০। ফাআওহা~ইলা- 'আব্‌দিহী মা~আওহা-। ১১। মা- কাযাবাল্‌ ফুআ-দু মা- রাআ-। ১২। আফাতুমা-রূনাহূ 'আলা-
(১০) তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন। (১১) তার অন্তকরণ যা দেখেছে তাতে কোন ভুল করেনি। (১২) তিনি যা দেখেছেন তোমরা কি তাতে

مَا يَرَىٰ (১৩) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (১৪) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (১৫) عِنْدَهَا جَنَّةُ

মা- ইয়ারা-। ১৩। ওয়া লাক্বাদ্‌ রাআ-হু নায্‌লাতান্‌ উখ্‌রা-। ১৪। 'ইন্‌দা সিদ্‌রাতিল্‌ মুন্‌তাহা-। ১৫। 'ইন্‌দাহা- জান্নাতুল্‌
বিতর্ক করবে? (১৩) নিশ্চয়ই সে তাকে আর একবার (প্রকৃতরূপে) দেখেছিল। (১৪) কুল বৃক্ষের নিকটে। (১৫) যার নিকটে রয়েছে জান্নাতুল

الْمَأْوَىٰ (১৬) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (১৭) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (১৮) لَقَدْ

মা'ওয়া-। ১৬। ইয্‌ ইয়াগ্‌শাস্‌ সিদ্‌রাতা মা- ইয়াগ্‌শা-। ১৭। মা- যা-গাল্‌ বাছারু ওয়ামা- ত্বাগা-। ১৮। লাক্বাদ্‌
মাওয়া, (১৬) যখন কুল বৃক্ষটি, যা দ্বারা জড়াবার (আবৃত করার), তা দ্বারা জড়ানো ছিল, (১৭) ভ্রম হয়নি তার দৃষ্টি এবং সীমালংঘনও করেনি। (১৮) নিশ্চয়ই

رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (১৯) أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (২০) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ

রাআ- মিন্‌ আ-ইয়া-তি রাব্বিহিল্‌ কুব্‌রা-। ১৯। আফারাআইতুমুল্‌ লা-তা ওয়াল্‌ 'উয্‌যা-। ২০। ওয়া মানা-তাছ্‌ ছা-লিছাতাল্‌
সে তার রবের বড় বড় নিদর্শনাবলির মধ্য হতে কতিপয় নিদর্শন দেখেছে। (১৯) তোমরা কি চিন্তা করেছ, লাত ও উযযা সম্পর্কে? (২০) এবং তৃতীয় আর একটি 'মানাত'

الْأُخْرَىٰ (২১) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ (২২) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (২৩) إِنْ هِيَ

উখ্‌রা-। ২১। আলাকুমুয্‌ যাকারু ওয়ালাহুল্‌ উন্‌ছা-। ২২। তিল্‌কা ইযান্‌ ক্বিস্‌মাতুন্‌ দ্বীযা-। ২৩। ইন্‌ হিয়া
সম্পর্কে? (২১) তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান, আর আল্লহর জন্য কন্যা সন্তান (নির্ধারণ করেছ)? (২২) এটাতো অসমবণ্টন। (২৩) মূলতঃ

إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِنْ

ইল্লা~আস্‌মা—উন্ সাম্মাইতুমূহা ~আন্‌তুম ওয়া আ-বা—উকুম্ মা ~আন্‌যালাল্লা-হু বিহা- মিন্ সুল্‌ত্বা-নিন ; ইঁ
এগুলো শুধু কতক নাম, যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ রেখেছ, যাদের (ইবাদাতের) ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণাদি অবতীর্ণ

يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ○

ইয়াত্তাবি'ঊনা ইল্লাজ্ জান্না ওয়ামা- তাহ্‌ওয়াল্ আন্‌ফুসু, ওয়া লাক্বাদ্ জা—আহুম্ মির্ রাব্বিহিমুল্ হুদা-।
করেন নি। তারাতো শুধু নিজ ধারণা এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, অথচ তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক নির্দেশনা এসেছে।

(٢٤) أَمْ لِلْإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ (٢٥) فَلِلَّهِ ٱلْءَاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ (٢٦) وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ১ ع ২৫ ৫ রুকূ

২৪। আম্ লিলইন্‌সা-নি মা- তামান্না-। ২৫। ফালিল্লা-হিল্ আ-খিরাতু ওয়াল্ উলা-। ২৬। ওয়া কাম্ মিম্ মালাকিন্ ফিস্
(২৪) মানুষ যা কামনা করে সেটাই কি সে পায়? (২৫) পরকাল এবং ইহকাল আল্লাহরই কর্তৃত্বে। (২৬) আকাশে অগণিত

ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ

সামা-ওয়া-তি লা-তুগ্‌নী শাফা-'আতুহুম্ শাইআন্ ইল্লা- মিম্ বা'দি আঁই ইয়া'যানাল্লা-হু লিমাইঁ ইয়াশা—উ
ফেরেশতা রয়েছে, যাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসবে না। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নিজ ইচ্ছায় এবং খুশীতে যাকে চান তাকে

وَيَرْضَىٰٓ (٢٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ○

ওয়া ইয়ারদ্বা-। ২৭। ইন্নাল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি লাইউসাম্মূনাল্ মালা—ইকাতা তাস্‌মিয়াতাল্ উন্‌ছা-।
অনুমতি প্রদান করেন। (২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করেনা, তারা ফেরেশতাগণকে নারী নামে অভিহিত করে।

(٢٨) وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ

২৮। ওয়ামা- লাহুম্ বিহী মিন্ 'ইল্‌মিন ; ইঁ ইয়াত্তাবি'ঊনা ইল্লাজ্ জান্না, ওয়াইন্নাজ্ জান্না লা- ইউগ্‌নী মিনাল্ হাক্কি
(২৮) অথচ তাদের এ সম্পর্কে কোনই জ্ঞান নেই; তারা কেবলমাত্র নিজ ধারণার অনুসরণ করে, নিশ্চয়ই সত্যের সামনে, ধারণা কোনই কাজে

شَيْـًٔا (٢٩) فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ○

শাইআ-। ২৯। ফাআ'রিদ্ব 'আম্‌মান্ তাওয়াল্লা- 'আন্ যিক্‌রিনা- ওয়া লাম্ ইউরিদ্ ইল্লাল্ হায়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া-।
আসে না। (২৯) সুতরাং যে আমার স্মরণ (ইবাদাতে) হতে ফিরে থাকে, আপনিও তার থেকে ফিরে থাকুন, সে চায় শুধু পার্থিব জীবন।

(٣٠) ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ

৩০। যা-লিকা মাব্‌লাগুহুম্ মিনাল্ 'ইল্‌মি ; ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান্ দ্বাল্লা 'আন্ সাবীলিহী ওয়া হুওয়া আ'লামু
(৩০) তাদের জ্ঞানের পরিধি এ (পার্থিব জীবন) পর্যন্ত। আপনার প্রতিপালক খুবই জানেন, কে পথভ্রষ্ট এবং তিনিই ভালো জানেন কে সঠিক

بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ (٣١) وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ এক চতুর্থাংশ

বিমানিহ্ তাদা-। ৩১। ওয়া লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আরদ্বি লিইয়াজ্‌যিইয়াল্ লাযীনা
পথ প্রাপ্ত। (৩১) আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই কর্তৃত্বে, যারা খারাপ কর্ম করে, তিনি তাদের কর্মের

أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ

আসা—উ বিমা- 'আমিলূ ওয়া ইয়াজ্বযিইয়াল লাযীনা আহ্সানূ বিল্ হুস্না-। ৩২। আল্লাযীনা ইয়াজ্‌তানিবূনা
(অনুরূপ) প্রতিফল দিবেন। এবং সৎকর্মশীলদের উত্তম প্রতিদান দিবেন। (৩২) তারা বেঁচে থাকে, বড় বড় (কবীরা)

كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ

কাবা—ইরাল্ ইছ্‌মি ওয়াল্ ফাওয়া- হিশা ইল্লাল্ লামামা ; ইন্না রাব্বাকা ওয়া-সি'উল্ মাগ্‌ফিরাতি ; হুওয়া আ'লামু বিকুম্
গুনাহ এবং অশ্লীল কাজসমূহ থেকে, কিন্তু ছোট ধরনের ত্রুটি। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক উদার ক্ষমাশীল। আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে খুব জানেন, যখন তিনি

إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا

ইয্ আন্‌শাআকুম্ মিনাল্ আরদ্বি ওয়া ইয্ আন্‌তুম্ আজ্বিন্নাতুন্ ফী বুতূনি উম্মাহা-তিকুম্, ফালা- তুযাক্কূ~
তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যখন তোমরা ছোট্ট বাচ্চা থাক তোমাদের মায়ের গর্ভে। সুতরাং তোমাদের নিজেদের প্রশংসা

২ ৫৭ ৬ রুকূ

أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿٣٣﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿٣٤﴾ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا

আন্‌ফুসাকুম ; হুওয়া আ'লামু বিমানিত্তাক্বা-। ৩৩। আফারাআইতাল্ লাযী তাওয়াল্লা-। ৩৪। ওয়া আ'ত্বা- ক্বালীলাওঁ
কর না; তিনি (আল্লাহ) পরহেজগারগণকে ভালোভাবেই জানেন। (৩৩) আপনি কি সে লোকটিকে দেখেছেন, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৩৪) এবং দান করে খুবই

وَأَكْدَىٰ ﴿٣٥﴾ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۝

ওয়া আক্‌দা-। ৩৫। আ 'ইন্‌দাহূ 'ইলমুল্ গাইবি ফাহুওয়া ইয়ারা-। ৩৬। আম্ লাম্ ইউনাব্বা' বিমা- ফী স্বুহুফি মূসা-।
অল্প এবং পরে বিরত থাকে? (৩৫) তার কাছে কি গোপন তথ্য আছে যে, সে দেখতেছে? (৩৬) তাকে কি খবর দেয়া হয়নি, যা ছিল মূসার কিতাবে।

﴿٣٧﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٨﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ

৩৭। ওয়া ইব্রা-হীমাল্ লাযী ওয়াফ্‌ফা~৩৮। আল্লা- তাযিরু ওয়া-যিরাতুওঁ ওয়িয্‌রা উখ্‌রা-। ৩৯। ওয়া আল্ লাইসা লিল্‌ইন্‌সা-নি
(৩৭) এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী ইব্রাহীমের কিতাবে? (৩৮) (তা এই) যে, কোন ব্যক্তি অন্য কারও বোঝা বহন করবে না। (৩৯) এবং মানুষ সেটাই লাভ করে, যা

إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٤٠﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤١﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤٢﴾ وَأَنَّ

ইল্লা- মা-সা'আ-। ৪০। ওয়া আন্না সা'ইয়াহূ সাওফা ইউরা-। ৪১। ছুম্মা ইউজ্‌যা-হুল্ জ্বাযা—আল্ আওফা-। ৪২। ওয়া আন্না
নিয়ে সে চেষ্টা করে। (৪২) আর তার শ্রম অতিশীঘ্রই তাকে দেখান হবে। (৪১) অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে, (৪২) আর শেষ গন্তব্যস্থল তোমার

إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۝

ইলা- রাব্বিকাল্ মুন্‌তাহা-। ৪৩। ওয়া আন্নাহূ হুওয়া আদ্বহাকা ওয়া আব্‌কা-। ৪৪। ওয়া আন্নাহূ হুওয়া আমা-তা ওয়া আহ্ইয়া-।
প্রতিপালকের নিকেটেই। (৪৩) তার এই যে, তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান। (৪৪) তিনিই মারেন (মৃত্যু দেন), তিনিই বাঁচান (জীবিত রাখেন)।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ اللمم -এর অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেন– অন্তরে যদি কোন গুনাহ করার ইচ্ছা সৃষ্টি হয়, অথচ তা করেনি, তাকে لمم বলে। কেউ বলেন যে, এর দ্বারা সগীরা গুনাহকে বুঝান হয়েছে। কেউ বলেন, যে গুনাহ থেকে তওবা করা হয়েছে, সেগুনাহকে বুঝান হয়েছে। (তাঃ ওসমানী) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৩৩) ঃ افرءيت الذى - ওয়ালীদ বিন মুগীরা রাসূলুল্লাহর (স) সাথে থেকে তাঁর পবিত্র যবানে কুরআন তেলাওয়াত শোনতেন। মুশরিকরা এজন্য তাকে ভর্ৎসনা করতো যে, তুমি তোমার পিতৃ পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছ? সে বলল, আমি কি করব? আল্লাহর ভয়ে আমি এরূপ করছি। এক কাফির বলল, আমাকে কিছু ধনসম্পদ দাও। তবে যখন তোমার ওপর শাস্তি আসবে, তখন আমি তা থেকে তোমাকে রক্ষা করব। ওয়ালীদ একথায় কিছু সম্পদ তাকে দিয়েও দিল এবং শর্তানুযায়ী বাকি সম্পদ দিতে কৃপণতা করল। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (তাঃ কাঃ)

٤٥ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ٤٦ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٤٧ وَأَنَّ عَلَيْهِ

৪৫। ওয়া আন্নাহূ খালাক্বায্ যাওজাইনিয্ যাকারা ওয়াল্ উন্‌ছা- ৪৬। মিন্ নুত্বফাতিন্ ইযা- তুম্‌না- । ৪৭। ওয়া আন্না 'আলাইহিন্
(৪৫) আর তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়া পুরুষ ও নারী (৪৬) (এক ফোঁটা) বীর্য হতে, যখন তা পতিত হয় (জরায়ুতে) (৪৭) এবং তাঁরই দায়িত্ব,

النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ٤٨ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ٤٩ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ

নাশ্‌আতাল্ উখ্‌রা- । ৪৮। ওয়া আন্নাহূ হুওয়া আগ্‌না- ওয়া আক্বনা- । ৪৯। ওয়া আন্নাহূ হুওয়া রাব্বুশ্ শি'রা-
দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার। (৪৮) এবং তিনিই অভাব দূর করেন এবং সম্পদশালী করেন। (৪৯) আর তিনি (আল্লাহ) শি'রা (তারকা)-এর মালিক।

٥٠ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ٥١ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ٥٢ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ

৫০। ওয়া আন্নাহূ~ আহ্‌লাকা 'আ-দানিল্ উলা- । ৫১। ওয়া ছামূদা ফামা~আব্‌ক্বা- । ৫২। ওয়া ক্বাওমা নূহিম্ মিন্ ক্বাব্‌লু;
(৫০) তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, (৫১) এবং সামূদকেও, তাদের কাউকেই তিনি বাকি রাখেননি। (৫২) এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও

إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥٣ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥٤ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ٥٥ فَبِأَيِّ

ইন্নাহুম্ কা-নূ হুম আজ্‌লামা ওয়া আত্বগা- । ৫৩। ওয়াল্ মু'তাফিকাতা আহ্‌ওয়া- । ৫৪। ফাগাশ্‌শা-হা- মা- গাশ্‌শা- । ৫৫। ফাবিআইয়্যি
তারা ছিল খুব অত্যাচারী, বিদ্রোহী। (৫৩) এবং উল্টিয়ে দেয়া শহরকে নিক্ষেপ করেছিলেন। (৫৪) অতঃপর সে শহরকে ছেয়ে ফেলল আচ্ছন্নকারী। (৫৫) হে মানুষ!

آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥٦ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ٥٧ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ

আ-লা—ই রাব্বিকা তাতামা-রা- । ৫৬। হা-যা-নাযীরুম্ মিনান্ নুযুরিল্ উলা- । ৫৭। আ-যিফাতিল্ আ-যিফাহ্।
তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন নেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে? (৫৬) এ ভীতি প্রদর্শনকারী পূর্বের ভীতি প্রদর্শনকারীদের ন্যায় (৫৭) কিয়ামত নিকটবর্তী।

٥٨ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٩ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ

৫৮। লাইসা লাহা- মিন্ দূনিল্লা-হি কা-শিফাহ্। ৫৯। আফামিন্ হা-যাল্ হ্বাদীছি তা'জ্বাবূন।
(৫৮) আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এর (নির্ধারিত তারিখ) প্রকাশকারী নেই। (৫৯) তোমরা এ কথায় আশ্চর্যবোধ করছ।

সিজদাহ

٦٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ٦٢ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

৬০। ওয়া তাদ্বহাকূনা ওয়ালা- তাব্‌কূন। ৬১। ওয়া আন্‌তুম্ সা-মিদূন। ৬২। ফাস্‌জুদূ লিল্লা-হি ওয়া'বুদূ।
(৬০) এবং হাসছ এবং কাঁদছ না? (৬১) বরং তোমরা তো অমনোযোগী, (৬২) অতএব তোমরা আল্লাহর সামনে সিজদা কর এবং তাঁরই ইবাদাত কর।

রুকু ৩ সিজদাহ ঃ ১২

সূরা ক্বামার মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৫৫ রুকূ ঃ ৩

(١) اقتربت الساعة وانشق القمر (٢) وان يروا اية يعرضوا ويقولوا

১। ইক্বতারাবাতিস্ সা-'আতু ওয়ান্‌শাক্বক্বাল্ ক্বামার। ২। ওয়া ইঁ ইয়ারাও আ-য়াতাইঁ ইউ'রিদ্বূ ওয়া ইয়াকূলূ

(১) কিয়ামত অতি নিকটবর্তী, চন্দ্র বিদীর্ণ, (২) তারা (অবিশ্বাসীরা) কোন নিদর্শন (মুজেযা) দেখলে তা থেকে মুখ ফিরায় এবং বলে,

سحر مستمر (٣) وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر (٤) ولقد جاءهم

সিহ্‌রুম্ মুস্‌তামির। ৩। ওয়া কায্‌যাবূ ওয়াত্তাবা'উ~আহ্‌ওয়া—আহুম ওয়া কুল্লু আম্‌রিম্ মুস্‌তাক্বির্। (৪) ওয়া লাক্বাদ্ জ্বা—আহুম্

এতো চলমান যাদু। (৩) এবং তারা অবিশ্বাস করে এবং নিজ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর প্রতিটি কাজেরই শেষসীমায় পৌছবে। (৪) তাদের কাছে এমন সংবাদ এসেছে,

من الانباء ما فيه مزدجر (٥) حكمة بالغة فما تغن النذر (٦) فتول عنهم

মিনাল্ আম্‌বা—ই মা- ফীহি মুয্‌দাজ্বার। ৫। হিক্‌মাতুম্ বা-লিগাতুন্ ফামা- তুগ্‌নিন্ নুযুর। ৬। ফাতাওয়াল্লা 'আন্‌হুম্।

যাতে রয়েছে সতর্কবাণী। (৫) এটি পূর্ণ জ্ঞানময় (বাণী), তবে এ সাবধানবাণী তাদের কোনই কাজে আসেনি। (৬) (হে নবী!) আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন।

يوم يدع الداع الى شيء نكر (٧) خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث

ইয়াওমা ইয়াদ্'উদ্ দা-'ই ইলা- শাইয়িন্ নুকুর। ৭। খুশ্‌শা'আন্ আব্‌স্বা-রুহুম ইয়াখরুজূনা মিনাল্ আজ্বদা-ছি

যেদিন একজন আহ্বানকারী এক বিভীষিকাময় অবস্থার দিকে আহ্বান করবে, (৭) সে দিন তারা অবনমিত দৃষ্টিতে, বিস্তৃত পংগপালের ন্যায় কবর হতে

كانهم جراد منتشر (٨) مهطعين الى الداع يقول الكفرون هذا يوم عسر

কাআন্নাহুম জ্বারা-দুম্ মুন্‌তাশির। ৮। মুহ্‌ত্বি'ঈনা ইলাদ্ দা-'ই ; ইয়াক্বূলুল্ কা-ফিরূনা হা-যা- ইয়াওমুন্ 'আসির।

বের হয়ে (ছুটে) আসবে, (৮) আহ্বানকারীর দিকে দ্রুত ধাবমান অবস্থায় কাফিরেরা বলবে, এ দিবসটি (আমাদের জন্য) খুবই কঠিন।

(٩) كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر (١٠) فدعا

৯। কায্‌যাবাত্ ক্বাবলাহুম ক্বাওমু নূহিন্ ফাকায্‌যাবূ 'আব্‌দানা- ওয়াক্বা-লূ মাজ্বনূনুওঁ ওয়ায্‌দুজ্বির। ১০। ফাদা'আ-

(৯) তাদের পূর্বে নূহের জাতিও অস্বীকার করেছিল এবং তারা আমার বান্দাকেও মিথ্যা বলেছিল এবং বলেছিল এ তো একজন মস্তিষ্ক বিকৃত লোক এবং তাকে ধমকও দেয়া হয়েছিল। (১০) তখন সে (নূহ) তার

ربه اني مغلوب فانتصر (١١) ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر (١٢) وفجرنا

রাব্বাহূ~ আন্নী মাগ্‌লূবুন্ ফান্‌তাস্বির্। ১১। ফাফাতাহ্‌না~আব্‌ওয়া-বাস্ সামা—ই বিমা—ইম্ মুন্‌হামির। ১২। ওয়া ফাজ্জ্বার্‌নাল

প্রভুর নিকট দোয়া করে বলেছিল, আমিতো পরাস্ত, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর। (১১) সুতরাং আমি আকাশের দ্বার খুলে দিলাম মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করে, (১২) এবং

الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر (١٣) وحملنه على ذات الواح

আর্‌দ্বা 'উইয়ূনান্ ফাল্‌তাক্বাল্ মা—উ 'আলা~ আম্‌রিন্ ক্বাদ্ ক্বুদির। ১৩। ওয়া হ্বামাল্‌না-হু 'আলা- যা-তি আল্‌ওয়া-হ্বিও

ভূমিতে নহর প্রবাহিত করে দিলাম। ফলে পানি একত্রিত হল, নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। (১৩) আমি তাকে আরোহণ করালাম, তক্তা ও পেরেক

ودسر (١٤) تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر (١٥) ولقد تركنها اية فهل من

ওয়া দুসুর। ১৪। তাজ্বরী বিআ'ইউনিনা-, জ্বাযা —আল্ লিমান্ কা-না কুফির। ১৫। ওয়া লাক্বাদ তারাক্‌না-হা~আ-ইয়াতান্ ফাহাল্ মিম্

নির্মিত নৌকায়। (১৪) যা চলত আমার নিয়ন্ত্রণে। এ প্রতিদান তার জন্য, যে অস্বীকৃত হয়েছিল। (১৫) আমি এ (ঘটনা) কে নিদর্শন হিসেবে রেখেছি

مدكر (١٦) فكيف كان عذابي ونذر (١٧) ولقد يسرنا القران للذكر فهل

মুদ্দাকির। ১৬। ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী ওয়া নুযুর্। ১৭। ওয়া লাক্বাদ্ ইয়াস্‌সার্‌নাল্ কুরআ-না লিয্‌যিক্‌রি ফাহাল্

কেউ আছে কি (এর দ্বারা) উপদেশগ্রহণকারী? (১৬) আমার শাস্তি এবং সতর্কীকরণ কেমন ছিল! (১৭) কুরআন আমি বুঝার জন্য অতি সহজ করে দিয়েছি,

مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٨﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٩﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

মিম্ মুদ্দাকির। ১৮। কায্‌যাবাত্ 'আ-দুন্ ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী ওয়া নুযুর। ১৯। ইন্না~আর্‌সালনা- 'আলাইহিম

কে আছে উপদেশগ্রহণকারী? (১৮) আদ সম্প্রদায়ও মিথ্যা বলেছিল, ফলে কেমন করেছিল আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ। (১৯) আমি তাদের ওপর প্রচণ্ড

رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿٢٠﴾ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

রীহান্ স্বার্‌স্বারান্ ফী ইয়াওমি নাহ্‌সিম্ মুস্‌তামিররিন্। ২০। তান্‌যি'উন্ না-সা কাআন্নাহুম আ'জ্বা-যু

ঝড়ো হাওয়া প্রেরণ করেছিলাম এক অব্যাহত অমঙ্গল দিবসে। (২০) যা (বায়ু) লোকদেরকে উৎপাটিত করেছিল, উথলিত খেজুর বৃক্ষের মোটা

نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ﴿٢١﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

নাখ্‌লিম্ মুন্‌ক্বা'ইর। ২১। ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী ওয়া নুযুর। ২২। ওয়া লাক্বাদ্ ইয়াস্‌সার্‌নাল্ কুরআ-না লিয্‌যিক্‌রি ফাহাল্

কাণ্ডের ন্যায়। (২১) আমার শাস্তি এবং সতর্কীকরণ কেমন ছিল! (২২) নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, কেউ আছে কি (এর থেকে)

مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٢٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٤﴾ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا ع ১ (২২) ৮ রুকূ

মিম্ মুদ্দাকির। ২৩। কায্‌যাবাত্ ছামূদু বিন্ নুযুর। ২৪। ফাক্বা-লূ~আবাশারাম্ মিন্না- ওয়া-হিদান্ নাত্তাবি'উহূ~ইন্না~

উপদেশ গ্রহণকারী? (২৩) সামূদ (জাতি) সাবধানকারী (নবী)গণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, (২৪) তারা বলল, আমরা কি আমাদের মধ্যের এক ব্যক্তির অনুসরণই করব? তবে তো

إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٥﴾ أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ

ইযাল্ লাফী দ্বালা-লিঁও ওয়া সু'উর। ২৫। আ উল্‌ক্বিয়ায্ যিক্‌রু 'আলাইহি মিম্ বাইনিনা- বাল্ হুওয়া কায্‌যা-বুন্ আশির।

আমরা ভ্রান্ত এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি লোক হিসেবে গণ্য হব। (২৫) তবে কি, আমাদের মধ্য হতে কেবলমাত্র তার প্রতিই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে? (না) বরং, সে মিথ্যাবাদী, উদ্ধত।

﴿٢٦﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴿٢٧﴾ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ

২৬। সাইয়া'লামূনা গাদাম্ মানিল্ কায্‌যা-বুল্ আশির। ২৭। ইন্না- মুর্‌সিলুন্ না-ক্বাতি ফিত্‌নাতাল্ লাহুম্ ফার্‌তাক্বিব্‌হুম্

(২৬) আগামীকাল তারা জেনে নিবে, কে মিথ্যাবাদী, উদ্ধত। (২৭) আমি তাদের পরীক্ষা করার জন্য উষ্ট্রী প্রেরণ করছি, আপনি তাদের প্রতি দৃষ্টি রেখ এবং ধৈর্যধারণ

وَاصْطَبِرْ ﴿٢٨﴾ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٩﴾ فَنَادَوْا

ওয়াস্বত্বাবির্। ২৮। ওয়া নাব্বি'হুম্ আন্নাল্ মা—আ ক্বিস্‌মাতুম্ বাইনাহুম, কুল্লু শির্‌বিম্ মুহ্‌তাদ্বার্। ২৯। ফানা-দাও

করুন। (২৮) আপনি তাদের জানিয়ে দিন যে, (কূপের) পানি পানের সময়কাল প্রত্যেকের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়েছে প্রত্যেকে তাদের পালাক্রমে উপস্থিত হবে। (২৯) অতঃপর

صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٣٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣١﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

স্বা-হিবাহুম ফাতা'আ-ত্বা- ফা'আক্বার। ৩০। ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী ওয়ানুযুর। ৩১। ইন্না~আর্‌সাল্‌না- 'আলাইহিম

তারা তাদের এক সাথীকে ডাকল, সে উষ্ট্রীটিকে আক্রমণ করল এবং হত্যা করল। (৩০) আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ কেমন ছিল! (৩১) আমি তাদের ওপর প্রেরণ করেছিলাম

صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣٢﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

স্বাইহাতাওঁ ওয়া-হিদাতান্ ফাকা-নূ কাহাশীমিল্ মুহ্‌তাজির। ৩২। ওয়া লাক্বাদ্ ইয়াস্‌সার্‌নাল্ কুরআ-না লিয্‌যিক্‌রি ফাহাল্

এক ভয়ংকর আওয়াজ, ফলে তারা হয়েছিল, খোয়াড় নির্মাণকারীর শুষ্ক তৃণাদির ন্যায়। (৩২) আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করেছি। সূতরাং কেউ আছে উপদেশ

مِّن مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ

মিম্ মুদ্দাকির। ৩৩। কায্যাবাত্ ক্বাওমু লূত্বিম্ বিন্নুযুর্ ৩৪। ইন্না~আর্সাল্না- 'আলাইহিম হ্বা-সিবান্ ইল্লা~আ-লা লূত্বিন ;

গ্রহণকারী? (৩৩) লূত সম্প্রদায়ও সতর্ককারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল (৩৪) আমি তাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণকারী তীব্র ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছিলাম, লূত পরিবার ছাড়া;

نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم

নাজ্জাইনা-হুম্ বিসাহ্বারিন্। ৩৫। নি'মাতাম্ মিন্ 'ইন্দিনা-; কাযা-লিকা নাজ্যী মান্ শাকার। ৩৬। ওয়া লাক্বাদ্ আন্যারাহুম্

তাদেরকে রাতের শেষভাগে উদ্ধার করেছিলাম; (৩৫) আমার স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা, কৃতজ্ঞদেরকে এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি। (৩৬) লূত তাদেরকে সতর্ক করেছিল আমার

بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا

বাত্বশাতানা- ফাতামা-রাওঁ বিন্নুযুর্। ৩৭। ওয়া লাক্বাদ্ রা-ওয়াদূহু 'আন্ দ্বাইফিহী ফাত্বামাস্না~আ'ইউনাহুম্ ফাযূক্বূ

কঠিন শাস্তির; কিন্তু তারা সতর্ককারীকে নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দিল। (৩৭) তারা লূতের কাছে তার অতিথিদের দাবী করল, এতে আমি তাদেরকে দৃষ্টিহীন করে বললাম,

---

عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي

'আযা-বী ওয়া নুযুর। ৩৮। ওয়া লাক্বাদ্ স্বাব্বাহ্বাহুম্ বুক্রাতান্ 'আযা-বুম্ মুস্তাক্বির। ৩৯। ফাযূক্বূ 'আযা-বী

তোমরা আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর পরিণাম।' (৩৮) অতি ভোর বেলা তাদের ওপর অবিরত শাস্তি এসে ধ্বংস করল। (৩৯) (এখন) ভোগ কর আমার শাস্তি

وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ

ওয়ানুযুর। ৪০। ওয়ালাক্বাদ্ ইয়াস্সার্নাল্ ক্বুরআ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্ মিম্ মুদ্দাকির্। ৪১। ওয়া লাক্বাদ্ জ্বা—আ আ-লা ফির্'আওনান্

এবং সতর্কীকরণ। (৪০) আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি, সুতরাং কে আছে উপদেশ গ্রহণকারী? (৪১) ফিরআউন সম্প্রদায়ের কাছেও এসেছিল

রুকূ ৯ ২

النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ

নুযুর। ৪২। কায্যাবূ বিআ-য়া-তিনা- কুল্লিহা- ফাআখায্না-হুম্ আখ্যা 'আযীযিম্ মুক্বতাদির। ৪৩। আকুফ্ফা-রুকুম্ খাইরুম্

সাবধানকারী, (৪২) কিন্তু তারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করল, তখন পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (৪৩) তোমাদের মধ্যে যারা

مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ○

মিন্ উলা—ইকুম্ আম্ লাকুম্ বারা—আতুন্ ফিয্যুবুর। ৪৪। আম্ ইয়াক্বূলূনা নাহ্বনু জ্বামী'উম্ মুন্তাস্বির।

কাফের তারা কি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, না কি তোমাদের মুক্তির কোন সনদপত্র আছে পূর্ববর্তী কিতাবে ? (৪৪) তারা কি বলে, 'আমরা সংঘবদ্ধ প্রতিশোধ পরায়ন এক দল?'

ওয়াক্বফে লাযেম

﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ

৪৫। সাইউহ্যামুল্ জ্বাম্'উ ওয়া ইউওয়াল্লূনাদ্ দুবুর। ৪৬। বালিস্ সা-'আতু মাও'ইদুহুম্ ওয়াস্ সা-'আতু আদ্হা-

(৪৫) অতিশীঘ্রই এ দল পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ ভেগে যাবে। (৪৬) বরং কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তির প্রতিশ্রুতির সময় এবং কিয়ামত তাদের জন্য খুবই খারাপ

وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ

ওয়া আমার্। ৪৭। ইন্নাল্ মুজ্বরিমীনা ফী দ্বালা-লিওঁ ওয়াসু'উর। ৪৮। ইয়াওমা ইউস্হ্বাবূনা ফিন্ না-রি 'আলা-

এবং তিক্ত। (৪৭) নিশ্চয়ই গুনাহগারেরা রয়েছে ভ্রান্তির মধ্যে এবং উন্মত্ততার মধ্যে। (৪৮) যেদিন তাদেরকে তাদের চেহারা উপুড় করে হেঁচড়িয়ে অগ্নিতে টেনে আনা হবে,

وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا

উজূহিহিম ; যূক্বূ মাস্সা সাক্বার। ৪৯। ইন্না- কুল্লা শাইয়িন্ খালাক্বনা-হু বিক্বাদার। ৫০। ওয়ামা ~আম্রুনা~

সেদিন তাদের বলা হবে, উপভোগ কর জাহান্নামের অগ্নির স্পর্শ স্বাদ। (৪৯) নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি বস্তুকে তার পরিমাপ মত সৃষ্টি করেছি। (৫০) আমার নির্দেশ

إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾

ইল্লা-ওয়া-হিদাতুন্ কালাম্হিম্ বিল্বাস্বার। ৫১। ওয়া লাক্বাদ্ আহ্লাক্বনা ~আশ্ইয়া-'আকুম্ ফাহাল্ মিম্ মুদ্দাকির।

শুধু এক শব্দই যথেষ্ট, চোখের পলকের ন্যায়। (৫১) আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের অনুরূপ (অবিশ্বাসী) সম্প্রদায়গুলোকে, সুতরাং কে আছ, উপদেশ গ্রহণকারী?

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ

৫২। ওয়া কুল্লু শাইয়িন্ ফা'আলূহু ফিয্ যুবুর। ৫৩। ওয়া কুল্লু স্বাগীরিওঁ ওয়া কাবীরিম্ মুস্তাত্বার। ৫৪। ইন্নাল্

(৫২) তাদের কৃতকর্মগুলো লিখিত আছে আমল নামায়। (৫৩) প্রতিটি ছোট বড় বিষয়ও আছে লিপিবদ্ধ। (৫৪) পরহেজগারগণ

الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

মুত্তাক্বীনা ফী জ্বান্না-তিওঁ ওয়া নাহার। ৫৫। ফী মাক্'আদি স্বিদ্ক্বিন্ 'ইন্দা মালীকিম্ মুক্তাদির।

থাকবে জান্নাতে এবং নহরসমূহে। (৫৫) তারা অবস্থান করবে, সম্মানিত আসনে, মহা শক্তিধর মালিক (আল্লাহ)-এর সান্নিধ্যে।

ع ৩ ১০ রুকূ

সূরা আর রাহমা-ন
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৭৮
রুকূ ঃ ৩

الرَّحْمٰنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤ اَلشَّمْسُ

১। আর্‌রাহ্‌মা-নু ২। 'আল্লামাল্ কুরআ-ন। ৩। খালাকাল্ ইন্‌সা-না। ৪। 'আল্লামাহুল্ বাইয়া-ন। ৫। আশ্‌শামসু
(১) পরম করুণাময় আল্লাহ্, (২) তিনি শিখায়েছেন কুরআন, (৩) তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, (৪) তিনি তাকে শিখিয়েছেন মনের কথা ব্যক্ত করতে, (৫) চন্দ্র

وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝٦ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

ওয়াল্‌কামারু বিহুস্‌বা-ন। ৬। ওয়ান্‌নাজ্‌মু ওয়াশ্‌শাজ্‌রু ইয়াস্‌জুদা-ন। ৭। ওয়াস্ সামা—আ রাফা'আহা-ওয়া ওয়াদ্বা'আল্
ও সূর্য চলে এক নির্ধারিত হিসাবে। (৬) তৃণলতা ও বৃক্ষাদি, উভয়ই আল্লাহর সিজদা করে। (৭) তিনিই আকাশকে করেছেন উঁচু এবং কায়েম রেখেছেন

الْمِيْزَانَ ۝٧ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ۝٨ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

মীযা-ন। ৮। আল্লা- তাত্বগাও ফিল্ মীযা-ন। ৯। ওয়া আক্বীমুল্ ওয়াযনা বিল্‌ক্বিস্‌ত্বি ওয়ালা- তুখ্‌সিরুল্
মাপযন্ত্র। (৮) যাতে তোমরা মাপে বাড়াবাড়ি (কমবেশি) না করতে পার। (৯) ন্যায়ের সাথে সঠিকভাবে ওজন কর এবং ওজনে (মাপে)

الْمِيْزَانَ ۝١٠ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١١ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝١٢

মীযা-ন। ১০। ওয়াল্ আর্‌দ্বা ওয়া দ্বা'আহা- লিল্‌আনা-ম। ১১। ফীহা-ফা-কিহাতুও ওয়ান্ নাখ্‌লু যা-তুল্ আক্‌মা-ম।
কম দিও না। (১০) তিনিই পৃথিবীকে বিছিয়েছেন সৃষ্টিজগতের জন্য। (১১) যাতে রয়েছে (বিভিন্ন ধরনের) ফল এবং আবরণযুক্ত খেজুর

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٣ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٤ خَلَقَ

১২। ওয়াল্ হাব্বু যুল্'আস্‌ফি ওয়ার্‌রাইহা-ন। ১৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন। ১৪। খালাকাল্
(১২) এবং ভূষি বিশিষ্ট দানা এবং সুগন্ধিফুল, (১৩) অতএব (হে মানুষ ও জ্বীন!) তোমরা তোমাদের রবের কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (১৪) তিনি সৃষ্টি

الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝١٥ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝١٦ فَبِاَيِّ

ইন্‌সা-না মিন্ স্বালস্বা-লিন্ কাল্ ফাখ্‌খা-র। ১৫। ওয়া খালাকাল্ জ্বা—ন্না মিম্ মা-রিজ্বিম্ মিন্ না-র্। ১৬। ফাবিআইয়্যি
করেছেন মানুষকে শুকনো মাটি হতে, যা পোড়া মাটির ন্যায়, (১৫) এবং জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা দিয়ে, (১৬) সুতরাং তোমরা উভয় তোমাদের

اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٧ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝١٨ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন। ১৭। রাব্বুল্ মাশ্‌রিক্বাইনি ওয়া রাব্বুল্ মাগ্‌রিবাই-ন। ১৮। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-
রবের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (১৭) তিনিই প্রতিপালক, দু পূর্বের এবং দু পশ্চিমের। (১৮) তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের কোনটিকে অস্বীকার

تُكَذِّبٰنِ ۝١٩ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۝٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۝٢١ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ

তুকায্‌যিবা-ন। ১৯। মারাজ্বাল্ বাহ্‌রাইনি ইয়ালতাক্বিয়া-ন। ২০। বাইনাহুমা- বার্‌যাখুল্ লা- ইয়াব্‌গিয়া-ন। ২১। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই
করবে? (১৯) তিনিই দু সমুদ্র প্রবাহিত করেন, একটিকে অপরটির সাথে মিলিত করে, (২০) কিন্তু এ দুয়ের মাঝে রয়েছে প্রতিবন্ধকতা,
যা তারা ভেদ করতে পারে না। (২১) তোমরা তোমাদের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢٢ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝٢٣ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

রাব্বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন। ২২। ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হুমাল্ লু'লুউ ওয়াল্ মারজা-ন। ২৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-
রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (২২) এ দুয়ের মধ্য হতে মণি মাণিক্য ও মুক্তাদানা বের হয়, (২৩) অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে

○ টীকা (আঃ ৬) ঃ সূর্য এবং চন্দ্র এ জন্য নেয়ামত যে, তাদের চলাচলের উপর দিন-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম আর দিন ও মাসের গণনা নির্ভর করে। এ সমুদয় বস্তু নেয়ামত হওয়া স্পষ্ট। আর সর্বপ্রকার বৃক্ষের সিজদা করার অর্থ বাধ্যতামূলক আনুগত্য। অর্থাৎ যাকে যে জন্য সৃষ্টি করেছেন, তা পালন করা, এটাও নেয়ামত। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৯) ঃ দাঁড়িপাল্লা মহা উপকারিতার জন্য সৃষ্ট হয়েছে। কেননা, এটা প্রাপ্য হক্‌সমূহ আদান-প্রদানের যন্ত্র স্বরূপ। যার সাহায্যে অসংখ্য বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অনর্থের অবসান ঘটে। অতএব, তোমরা এর শোকরগুজারী কর। অর্থাৎ, ন্যায়ের সাথে ওযন কর। (বঃ কোঃ)

تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٤﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلٰمِ ﴿٢٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

তুকায্যিবা-ন। ২৪। ওয়ালাহুল্ জ্বাওয়া- রিল্ মুন্শাআ-তু ফিল্ বাহ্রি কাল্আ'লা-ম। ২৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-
অস্বীকার করবে? (২৪) এবং পর্বত সদৃশ উঁচু নৌযান, যা সমুদ্রে প্রবাহমান, তা তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, (২৫) তোমরা (উভয়ই) আল্লাহর কোন নেয়ামতকে

تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٦﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٧﴾ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٨﴾ فَبِاَيِّ

তুকায্যিবা-ন। ২৬। কুল্লু মান্ 'আলাইহা- ফা-নিঁও ২৭। ওয়া ইয়াব্ক্বা- ওয়াজ্হু রাব্বিকা যুল্ জ্বালা-লি ওয়াল্ ইক্রা-ম। ২৮। ফাবিআইয়্যি
অস্বীকার করবে? (২৬) পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংসশীল। (২৭) চিরস্থায়ী থাকবে শুধু আপনার রবের সত্তা, যিনি মহিমাময় এবং অতি মহান। (২৮) তোমরা তোমাদের

اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٩﴾ يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ

আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ২৯। ইয়াস্আলুহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; কুল্লা ইয়াওমিন্ হুওয়া ফী
রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (২৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সব তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে, তিনি (আল্লাহ) প্রতি মুহূর্তে মহান কাজে

شَاْنٍ ﴿٣٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣١﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ

শা'ন্। ৩০। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৩১। সানাফ্রুগু লাকুম আইয়্যুহাছ্ ছাক্বালা-ন। ৩২। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই
নিয়োজিত। (৩০) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৩১) হে জ্বীন ও মানুষ সম্প্রদায়! অতিশীঘ্রই আমি
তোমাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণের প্রতি দৃষ্টি দিব। (৩২) তোমরা তোমাদের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٣﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ

রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৩৩। ইয়া-মা'শারাল্ জ্বিন্নি ওয়াল্ ইন্সি ইনিস্ তাত্বা'তুম আন্ তান্ফুযূ মিন্
প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জ্বীন ও মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমানা থেকে বেরিয়ে যেতে

اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ

আক্বত্বা-রিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ফান্ফুযূ ; লা-তান্ফুযূনা ইল্লা- বিসুল্ত্বা-ন্। ৩৪। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই
পার, তবে বেরিয়ে যাও, কিন্তু তোমরা ক্ষমতা ব্যতিরেকে বের হতে পারবে না, (আর সে ক্ষমতা তোমাদের নেই)। (৩৪) সতুরাং তোমরা তোমাদের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٥﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ

রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৩৫। ইউর্সালু 'আলাইকুমা- শুওয়া-জুম্ মিন না-রিঁও ওয়া নুহ্বা-সুন্ ফালা- তান্তাস্বিরা-ন।
রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৩৫) তোমাদের ওপর প্রেরিত হবে আগুনের শিখা এবং কালোধোয়া, অতঃপর তোমরা তা নিবারণ করতে পারবে না।

﴿٣٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٧﴾ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ

৩৬। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৩৭। ফাইযান্ শাক্বক্বাতিস্ সামা—উ ফাকা-নাত্ ওয়ার্দাতান্ কাদ্দিহা-ন।
(৩৬) তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৩৭) যেদিন আকাশ ফেটে যাবে, সেদিন সেটা লাল রংয়ের রূপ ধারণ করবে। রক্তে রঞ্জিত চামড়ার মত।

অর্ধাংশ ◑ ১ ع ২৫ ১১ রুকূ

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ هو فى شان - প্রতিদিন, অর্থ প্রতি মুহূর্তে; মহান কাজে নিয়োজিত থাকার অর্থ কোন না কোন কাজে নিয়োজিত থাকেনই। যেমন– আবেদনকারীর আবেদন কবুল করেন। কাউকে বাদশাহ করেন, কাউকে বাদশাহী থেকে ফকীরে পৌছান? কাউকে ধনী করেন, কাউকে গরীব করেন, কাউকে সুস্থতা দেন, কাউকে অসুস্থ করেন, কাউকে মৃত্যু ঘটান, কাউকে জীবন দান করেন, কাউকে বিপদাপদ দেন এবং কাউকে বিপদ থেকে মুক্ত করেন। মোট কথা সব কিছুই তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। (কুঃ কারীম)

٣٨ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ٣٩ فَیَوْمَئِذٍ لَّا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا

৩৮। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৩৯। ফাইয়াওমাইযিল্ লা-ইউস্আলু 'আন্ যাম্বিহী~ইন্সুঁও ওয়ালা-
(৩৮) তোমরা উভয়ই তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, (৩৯) সেদিন কোন মানুষ এবং কোন জ্বীনকে তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

جَآنٌّ ٤٠ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ٤١ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِیْمٰهُمْ فَیُؤْخَذُ

জ্বা— ন। ৪০। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৪১। ইউ'রাফুল্ মুজ্বরিমূনা বিসীমা-হুম ফাইউ'খাযু
করা হবে না। (৪০) তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৪১) গুনাহগারদের চেনা যাবে তাদের চিহ্ন দ্বারা এবং তাদের পাকড়াও করা হবে

بِالنَّوَاصِیْ وَالْاَقْدَامِ ٤٢ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ٤٣ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیْ یُکَذِّبُ

বিন্নাওয়া-স্বী ওয়াল আক্বদা-ম। ৪২। ফাবিআইয়্যি আ-লা —ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৪৩। হা-যিহী জ্বাহান্নামুল্ লাতী ইউকায্যিবু
ললাটের কেশ গুচ্ছ এবং পা ধরে। (৪২) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই সে জাহান্নামকে যা, গুনাহগারেরা

بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ٤٤ یَطُوْفُوْنَ بَیْنَهَا وَبَیْنَ حَمِیْمٍ اٰنٍ ٤٥ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا

বিহাল্ মুজ্বরিমূন। ৪৪। ইয়াত্বূফূনা বাইনাহা- ওয়া বাইনা হ্বামীমিন্ আ-ন্। ৪৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-
মিথ্যা বলত। (৪৪) তারা জাহান্নামের এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে। (৪৫) তোমরা তোমদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার

تُکَذِّبٰنِ ٤٦ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ٤٧ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝

৫ ওয়াক্বফে লাযেম ২ ع ১২ রুকূ

তুকায্যিবা-ন। ৪৬। ওয়া লিমান্ খা-ফা মাক্বা-মা রাব্বিহী জ্বান্নাতা-ন। ৪৭। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন।
করবে? (৪৬) এবং যে ব্যক্তি ভয় রাখে তার রবের সামনে হাজির হওয়াকে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত। (৪৭) তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٤٨ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ٤٩ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ٥٠ فِیْهِمَا عَیْنٰنِ تَجْرِیٰنِ ٥١ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ

৪৮। যাওয়া-তা~আফ্না-ন্। ৪৯। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন। ৫০। ফীহিমা- 'আইনা-নি তাজ্বরিয়া-ন। ৫১। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই
(৪৮) সে (জান্নাত) দুটি হবে, বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। (৪৯) অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?
(৫০) উভয় জান্নাতে রয়েছে দুটি প্রবহমান ঝরণা, (৫১) তোমরা তোমাদের

رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ٥٢ فِیْهِمَا مِنْ کُلِّ فَاکِهَةٍ زَوْجٰنِ ٥٣ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝

রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৫২। ফীহিমা- মিন্ কুল্লি ফা-কিহাতিন্ যাওজ্বা-ন। ৫৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন।
রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৫২) এ দুটি জান্নাতে রয়েছে প্রত্যেক ধরনের ফল দু'প্রকারের। (৫৩) তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٥٤ مُتَّکِئِیْنَ عَلٰی فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ ٥٥ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ

৫৪। মুত্তাকিঈনা 'আলা- ফুরুশিম্ বাত্বা—ইনুহা- মিন্ ইস্তাব্‌রাক্বিন ; ওয়া জ্বানাল্ জ্বান্নাতাইনি দা-ন্। ৫৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই
(৫৪) সেখানে জান্নাতীগণ এমন বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, যার ভিতরের অংশ হবে কারুকার্য খচিত রেশমী বিশিষ্ট এবং এ দুটি জান্নাতের ফলসমূহ থাকবে তাদের অতি নিকটে। (৫৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের

✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ৪৬) ঃ** جنتين - দু জান্নাত। হাদীস শরীফে বর্ণিত "দু উদ্যান (জান্নাত) রৌপ্যের হবে, যার আসবাব পত্র সব রৌপ্যের থাকবে এবং দু উদ্যান (জান্নাত) স্বর্ণের হবে। যার আসবাবপত্র সব স্বর্ণের থাকবে। কেউ বলেন, স্বর্ণের উদ্যান, বিশেষ মুমিনগণের জন্য এবং রৌপ্যের উদ্যান সাধারণ মুমিনগণের জন্য। (ইবন কাসীর) ✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ** فاكهة زوجن - অর্থাৎ স্বাদের দিক দিয়ে দু ধরনের হবে। কেউ বলেন– এক ধরনের ফল হবে, তরু তাজা। আর এক ধরনের ফল হবে শুষ্ক। (কুঃ কারীম)

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا

রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৫৬। ফীহিন্না ক্বা-স্বিরা-তুত্ব ত্বার্ফি লাম্ ইয়াত্বমিছহুন্না ইন্সুন ক্বাবলাহুম্ ওয়ালা-

রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৫৬) সেখানে থাকবে বহু দৃষ্টি অবনত হুর, যাদেরকে এর পূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ এবং

جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ

জ্বা—ন্নুন। ৫৭। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৫৮। কাআন্নাহুন্নাল্ ইয়া-ক্বূতু ওয়াল্ মার্জ্বা-ন। ৫৯। ফাবিআইয়্যি

জ্বীন। (৫৭) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৫৮) দেখলে মনে হবে যেন, তারা নীলকান্ত মনি এবং মুক্তাদানা। (৫৯) তোমরা

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৬০। হাল্ জ্বাযা—উল্ ইহ্সা-নি ইল্লাল্ ইহ্সা-ন। ৬১। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-

তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৬০) উত্তম কাজের জন্য উত্তম প্রতিদান ব্যতীত আর কি হতে পারে? (৬১) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন

تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَامَّتٰنِ ۝

তুকায্যিবা-ন। ৬২। ওয়া মিন্ দূনিহিমা- জ্বান্নাতা-ন। ৬৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৬৪। মুদ্হা—ম্মাতা-ন।

নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৬২) এবং এ দুটি জান্নাত ব্যতীত আরও দুটি জান্নাত রয়েছে। (৬৩) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন
নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৬৪) যে দুটি ঘনসবুজ রং এর।

﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

৬৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৬৬। ফীহিমা- 'আইনা-নি নাদ্দ্বাখাতা-ন। ৬৭। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-

(৬৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৬৬) এ দুটি জান্নাতে রয়েছে, দুটি উদ্বেলিত প্রস্রবণ, (৬৭) তোমরা তোমাদের রবের কোন

تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ

তুকায্যিবা-ন। ৬৮। ফীহিমা- ফা-কিহাতুও ওয়া নাখ্লুও ওয়া রুম্মা-ন। ৬৯। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৭০। ফীহিন্না

নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৬৮) সেখানে রয়েছে ফল, খেজুর এবং ডালিম। (৬৯) তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে রয়েছে

خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَقْصُورٰتٌ فِي الْخِيَامِ ۝

খাইরা-তুন হিসা-ন। ৭১। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৭২। হূরুম্ মাক্বস্বূরা-তুন্ ফিল্ খিয়া-ম।

উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ। (৭১) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৭২) হূরগণ তাঁবুতে সুরক্ষিত।

﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝

৭৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন ৭৪। লাম্ ইয়াত্বমিছহুন্না ইন্সুন্ ক্বাবলাহুম্ ওয়ালা- জ্বা—ন্নুন্।

(৭৩) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৭৪) তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং জ্বীন স্পর্শ করেনি।

﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝

৭৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৭৬। মুত্তাকিঈনা 'আলা-রাফ্রাফিন্ খুদ্বরিও ওয়া 'আব্ক্বারিইয়িন্ হিসা-ন্।

(৭৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ নরম গদিতে এবং সুন্দর বিছানায়।

﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْإِكْرَامِ ۝

৭৭। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন ৭৮। তাবা-রাকাস্মু রাব্বিকা যিল্ জ্বালা-লি ওয়াল্ ইকরা-ম।

(৭৭) হে জ্বীন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৭৮) তোমার রবের নাম কত মর্যাদা সম্পন্ন, যিনি মহোত্তম এবং অতি সম্মানিত।

সূরা ওয়া-ক্বি'আহ্ মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৯৬ রুকূ ঃ ৩

৮ ওয়াকূফে জায়েয

(১) اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿٢﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٣﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٤﴾ اِذَا

১। ইযা- ওয়াক্বা'আতিল্ ওয়া-ক্বি'আহ। ২। লাইসা লিওয়াক্ব'আতিহা- কা-যিবাহ। ৩। খা-ফিদ্বাতুর রা-ফি'আতুন। ৪। ইযা-

(১) শ্রবণ কর! যেদিন মহা প্রলয় ঘটে যাবে, (২) যা সংঘটনে কোন মিথ্যা নেই। (৩) এ (দিবস) কাউকে করবে নীচু, কাউকে করবে শ্রেষ্ঠ, (৪) যখন

رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ﴿٥﴾ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٦﴾ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۝

রুজ্জ্বাতিল্ আর্দ্বু রাজ্জ্বাওঁ। ৫। ওয়া বুস্সাতিল্ জ্বিবা-লু বাস্সা-। ৬। ফাকা-নাত হাবা—আম মুমবাছ্ছা-।

পৃথিবী কম্পিত হবে প্রবল বেগে। (৫) এবং পাহাড়গুলো একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। (৬) যাতে তা (পাহাড়গুলো) পরিণত হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায়,

﴿٧﴾ وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿٨﴾ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝

৭। ওয়া কুন্‌তুম আয্ওয়া-জ্বান্ ছালা-ছাহ। ৮। ফাআস্বহ্বা-বুল্ মাইমানাতি মা~আস্বহ্বা-বুল মাইমানাহ।

(৭) এবং তোমরা তিন দলে বিভক্ত হবে। (৮) অতঃপর যারা ডান দিকের লোক, কতই ভাগ্যবান ডান দিকের লোকেরা।

﴿٩﴾ وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿١٠﴾ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝

৯। ওয়া আস্বহ্বা-বুল্ মাশ্'আমাতি মা~আস্বহ্বা-বুল মাশ্'আমাহ্। ১০। ওয়াস্ সা-বিক্বূনাস্ সা-বিক্বূন।

(৯) আর বাম দিকের লোক, কত দুভার্গ্যবান। (১০) অগ্রগামীগণই অগ্রগামী।

﴿١١﴾ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١٢﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٣﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٤﴾ وَقَلِيْلٌ مِّنَ

১১। উলা—ইকাল্ মুক্বার্‌রাবূন্। ১২। ফী জ্বান্না-তিন্ না'ঈম। ১৩। ছুল্লাতুম্ মিনাল্ আওয়্যালীন। ১৪। ওয়া ক্বালীলুম্ মিনাল্

(১১) তারাই সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। (১২) স্থায়ী জান্নাতে। (১৩) সেখানে অধিক সংখ্যক হবে, পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে। (১৪) এবং কম সংখ্যক হবে,

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৯) ঃ اصحب المشئمة - সেসব কাফিরদেরকে বুঝান হয়েছে, কিয়ামতে যাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। তারা এতে খুবই বিষণ্ন হবে এবং নিজকে দুভার্গ্যবান মনে করবে। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩) ঃ ثلة من الاولين - পূর্ববর্তী নবী (আ) গণের মধ্য হতে জান্নাতে অধিক সংখ্যক হবে এবং পরবর্তী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতগণের সংখ্যা কম হবে। এখানে তাদের সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, যারা তাদের নবীকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাদের খেদমতে গিয়ে ঈমান এনেছেন। পূর্ববর্তী নবীগণের (আ) সব উম্মত এখানে বুঝান হয়নি। কেননা সে হিসেবে শেষ নবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতগণই বেশি হবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "জান্নাতীগণের একশত বিশটি সারি হবে। তার মধ্যে আশিটি সারি হবে আমার উম্মতের : আর বাকি সারি থাকবে আমার পূর্ববর্তী নবীগণের (আ) উম্মতগণের। (তাঃ কাদেরী)

الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٥﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٦﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٧﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ

আ-খিরীন। ১৫। 'আলা- সুরুরিম্ মাওদূনাতিন্ ১৬। মুত্তাকিঈনা 'আলাইহা- মুতাক্বা-বিলীন। ১৭। ইয়াত্বূফু 'আলাইহিম্

পরবর্তীদের মধ্য হতে। (১৫) তারা (জান্নাতে) স্বর্ণ জড়িত আসনে (১৬) হেলান দিয়ে একে অপরের দিকে মুখ করে বসবে, (১৭) তাদের চারপাশে

وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٨﴾ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٩﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ

ওয়িলদা-নুম্ মুখাল্লাদূন। ১৮। বিআক্ওয়া-বিঁও ওয়া আবা-রীক্বা, ওয়া কা'সিম্ মিম্ মা'ঈন। ১৯। লা- ইউস্বাদ্দা'উনা

ঘোরা ফেরা করবে চির কিশোর বালকেরা (১৮) পান পাত্র ও শরাব পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে। (১৯) যা পানে মাথা ব্যথায় আক্রান্তও হবে না

عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝

'আন্হা- ওয়ালা- ইউন্যিফূন। ২০। ওয়া ফা-কিহাতিম্ মিম্মা- ইয়াতাখাইয়ারূন। ২১। ওয়া লাহ্মি ত্বাইরিম্ মিম্মা- ইয়াশ্তাহূন।

এবং চেতনাও হারাবে না (২০) এবং তাদের মনঃপূত ফলসমূহ নিয়ে (২১) এবং তাদের অভিপ্রেত পাখির গোশ্ত নিয়ে।

﴿٢٢﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٣﴾ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٤﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ

২২। ওয়া হূরুন 'ঈন। ২৩। কাআম্ছা-লিল্ লু'লুওয়িল্ মাক্নূন। ২৪। জ্বাযা—আম্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ২৫। লা- ইয়াস্মা'উনা

(২২) আর তাদের জন্য (জান্নাতে থাকবে) দৃষ্টি অবনতকারী হূর, (২৩) যা আচ্ছাদিত মুক্তার মত, (২৪) এসব পাবে তাদের (নেক) কাজের প্রতিদানস্বরূপ। (২৫) সেখানে তারা

فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٦﴾ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٧﴾ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ

ফীহা- লাগ্ওয়াওঁ ওয়ালা- তা'ছীমা-। ২৬। ইল্লা- ক্বীলান্ সালা-মান্ সালা-মা-। ২৭। ওয়া আস্বহা-বুল্ ইয়ামীনি মা~আস্বহা-বুল্

শোনবে না কোন প্রকার নিরর্থক কথা এবং পাপ জনিত বাক্য। (২৬) শুধু তারা শোনবে সালাম, আর সালাম আওয়াজ। (২৭) আর ডানদিকের লোকগণ,

الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣١﴾ وَّمَآءٍ

ইয়ামীন। ২৮। ফী সিদ্রিম্ মাখ্দ্বূদ্ ২৯। ওয়া ত্বালহিম্ মানদ্বূদ্। ৩০। ওয়া জিল্লিম্ মাম্দূদ্। ৩১। ওয়া মা—ইম্

কত সৌভাগ্যবান। (২৮) তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষের নিচে, (২৯) এবং (তাদের কাছে থাকবে) সারিবদ্ধ কলা গাছ। (৩০) এবং বিস্তৃত ছায়া, (৩১) এবং

مَّسْكُوْبٍ ﴿٣٢﴾ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٣﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۝

মাস্কূবিঁও ৩২। ওয়া ফা-কিহাতিন্ কাছীরাতিল ৩৩। লা- মাক্বতূ'আতিঁও ওয়ালা- মাম্নূ'আতিঁও ৩৪। ওয়া ফুরুশিম্ মার্ফূ'আহ্।

প্রবাহিত পানি, (৩২) এবং অধিক পরিমাণ ফলমূল। (৩৩) যা শেষ হবে না এবং যা খেতে বারণ করাও হবে না। (৩৪) এবং (তাদের জন্য থাকবে) উচ্চ বিছানা,

﴿٣٥﴾ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٦﴾ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٧﴾ عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٨﴾ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝ ১ ع ৩৮ 14 রুকূ

৩৫। ইন্না~আন্শা'না-হুন্না ইন্শা—আন ৩৬। ফাজ্বা'আলনা-হুন্না আব্কা-রা-। ৩৭। 'উরুবান্ আত্রা-বাল ৩৮। লিআস্বহা-বিল্ ইয়ামীন।

(৩৫) আমি তাদেরকে (হূরগণকে) এক বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। (৩৬) তাদেরকে আমি করেছি কুমারী, (৩৭) আকর্ষণীয় ও সমবয়সী, (৩৮) ডান পার্শ্বের লোকদের জন্য।

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আর ফেরেশতাগণ আস্সালামু আলাইকুম বলে বেহেশতীদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।" আর বলেছেন, সর্বদিক হতে তাদেরকে তথায় 'সালাম' করা হবে। এতে বুঝা যায়, ফেরেশতাকুল তাদেরকে সম্মান করবেন। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ কেননা, বিছানাগুলো খুব উঁচু স্তরে বিছানো থাকবে। আর বেহেশ্তে আনন্দে জীবন যাপনের স্থান। তার সুখময় জীবন স্ত্রীলোক ভিন্ন পূর্ণ হয় না। কাজেই যাবতীয় আনন্দের সামগ্রীর মধ্যে স্ত্রীলোকও রয়েছে। এস্থলে স্ত্রী লোকগণ বলতে হূরগণ এবং পৃথিবীর স্ত্রীগণ উভয়ই উদ্দেশ্য। (বঃ কোঃ)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ

৩৯। ছুল্লাতুম্ মিনাল্ আওয়্যালীন। ৪০। ওয়া ছুল্লাতুম্ মিনাল্ আ-খিরীন। ৪১। ওয়া আস্বহা-বুশ্ শিমা-লি মা ~আস্বহা-বুশ

(৩৯) তাদের অনেক দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে, (৪০) এবং অনেক দল হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে, (৪১) আর বাম পার্শ্বের লোকজন, কত দুর্ভাগ্যবান

الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾

শিমা-ল। ৪২। ফী সামূমিওঁ ওয়া হামীম। ৪৩। ওয়া জিল্লিম্ মিহঁ ইয়াহ্মূম ৪৪। লা-বা-রিদিওঁ ওয়ালা- কারীম।

বাম পার্শ্বের লোকেরা। (৪২) তারা থাকবে, উত্তপ্ত বায়ু এবং ফুটন্ত পানিতে, (৪৩) এবং উত্তপ্ত অগ্নির ছায়ায়। (৪৪) যা শীতলও নয় এবং তৃপ্তিদায়কও নয়।

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

৪৫। ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাবলা যা-লিকা মুতরাফীন। ৪৬। ওয়া কা-নূ ইউস্বিরূনা 'আলাল্ হ্বিনছিল্ 'আজীম।

(৪৫) এর পূর্বে তারা (বাম পার্শ্বের লোকেরা) তো ছিল, (পার্থিব) বিলাসিতার মধ্যে। (৪৬) এবং তারা নিয়োজিত ছিল, ভীষণ পাপের মধ্যে।

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَ

৪৭। ওয়া কা-নূ ইয়াকূলূনা আইযা- মিত্না- ওয়া কুন্না- তুরা-বাওঁ ওয়া 'ইজা-মান্ আইন্না- লামাব্উছূন। ৪৮। আওয়া

(৪৭) তারা বলত, আমরা মারা যাবার পরে যখন মাটি ও হাড্ডি হয়ে যাব, তারপরেও কি আমাদের পুনরায় (জীবিত করে) উঠানো হবে? (৪৮) এবং

آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ

আ-বা—উনাল্ আওয়্যালূন। ৪৯। কুল্ ইন্নাল্ আওয়্যালীনা ওয়াল্ আ-খিরীন। ৫০। লামাজ্মূ'উনা ইলা- মীক্বা-তি

(উঠানো হবে) আমাদের পিতৃ পুরুষগণকেও? (৪৯) আপনি (তাদেরকে) বলুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদেরকে (৫০) অবশ্যই একত্রিত করা হবে,

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن

ইয়াওমিম মা'লূম। ৫১। ছুম্মা ইন্নাকুম্ আয়্যুহাদ্ দ্বা—ল্লূনাল মুকাযযিবূন। ৫২। লাআ-কিলূনা মিন্ শাজারিম্ মিন্

নির্ধারিত দিবসের নির্ধারিত সময়ে। (৫১) অতঃপর, হে পথভ্রষ্ট অবিশ্বাসীরা; (৫২) তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে

زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَارِبُونَ

যাক্বূম। ৫৩। ফামা-লিঊনা মিন্হাল্ বুত্বূন। ৫৪। ফাশা-রিবূনা 'আলাইহি মিনাল্ হামীম। ৫৫। ফাশা-রিবূনা

যাক্কুম বৃক্ষ, (৫৩) এবং তা দ্বারা তোমরা উদর পরিপূর্ণ করবে, (৫৪) অতঃপর তোমরা পান করবে, গরম পানি। (৫৫) তাও-পান করবে, অতিশয় তৃষ্ণার্ত উটের

شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

শুর্বাল্ হীম। ৫৬। হা-যা- নুযুলুহুম ইয়াওমাদ্দীন। ৫৭। নাহ্নু খালাক্বনা-কুম ফালাওলা- তুস্বাদ্দিক্বূন।

ন্যায়। (৫৬) কিয়ামতের দিন, তাদের আতিথেয়তার খাবার হবে এগুলোই। (৫৭) আমিই তো তোমাদেরকে (প্রথমে) সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা (পুনরুত্থানে) বিশ্বাস করছ না?

○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ ডান দিকওয়ালা অর্থাৎ, সাধারণ মু'মেনের সংখ্যা হুযূরের (সা) উম্মতদের মধ্যে অধিক হবে। হাদীসেও এরূপ বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর উম্মতদের সমষ্টি হতে হুযূরের (সা) উম্মতের সমষ্টি অধিক হবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৫৬) ঃ অর্থাৎ, দোযখীদের যখন তীব্র ক্ষুধাবোধ হবে এবং দোযখে যাক্কুম ছাড়া অন্য কোন খাদ্য থাকবে না, তখন তাদেরকে তাই খেতে দেয়া হবে। তারাও ক্ষুধার তাড়নায় তাই পেট ভরে খাবে। এই খাদ্য খাওয়ার পরে পিপাসা এত বৃদ্ধি পাবে যে, তাদের সম্মুখে ফুটন্ত পানি উপস্থিত করা হলে কয়েক দিনের পিপাসার্ত উটনীর ন্যায় তাই পান করবে। নাড়ীভুঁড়ি পুড়ে যাবে কিন্তু পিপাসার নিবৃত্তি হবে না। (মুঃ কোঃ)

﴿٥٨﴾ أفرءيتم ما تمنون ﴿٥٩﴾ ءأنتم تخلقونه أم نحن الخلقون ﴿٦٠﴾ نحن قدرنا

৫৮। আফারাআইতুম্ মা- তুম্নূন। ৫৯। আ আন্তুম্ তাখলুকূনাহূ~আম্ নাহ্নুল্ খা-লিকূন। ৬০। নাহ্নু ক্বাদ্দার্না-

(৫৮) তোমরা কি চিন্তা করেছ, তোমাদের বীর্যের ফোঁটা সম্পর্কে? (৫৯) তবে কি তোমরাই তা (মাতৃগর্ভে পৌঁছায়ে সন্তান) সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমিই তোমাদের

بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ﴿٦١﴾ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم

বাইনাকুমুল্ মাওতা ওয়ামা- নাহ্নু বিমাস্বূক্বীন। ৬১। 'আলা~আন্ নুবাদ্দিলা আম্ছা-লাকুম্ ওয়া নুন্শিআকুম্

মাঝে মৃত্যু নির্দিষ্ট করে দিয়েছি এবং আমি এতে অপারগ নই, (৬১) যে, আমি তোমাদের স্থানে তোমাদের অনুরূপ (লোক) আনয়ন করতে এবং তোমাদের চেহারা এমন করে

في ما لا تعلمون ﴿٦٢﴾ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ﴿٦٣﴾ أفرءيتم

ফী মা-লা- তা'লামূন। ৬২। ওয়া লাক্বাদ্ 'আলিম্তুমুন্ নাশ্আতাল্ উলা- ফালাওলা- তাযাক্কারূন। ৬৩। আফারাআইতুম্

দিতে পারি যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা তো জান (আমার) প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, (এরপরেও) কেন তোমরা চিন্তা করছ না? (৬৩) তোমরা কি চিন্তা করেছ, তোমরা

ما تحرثون ﴿٦٤﴾ ءأنتم تزرعونه أم نحن الزرعون ﴿٦٥﴾ لو نشاء لجعلنه حطاما

মা- তাহ্রুছূন। ৬৪। আ আন্তুম্ তায্রা'ঊনাহূ~আম্ নাহ্নুয্ যা-রি'ঊন। ৬৫। লাও নাশা—উ লাজ্বা'আল্না-হু হুত্বা-মান্

(যমীনে) যে চাষ করছ সে সম্পর্কে? (৬৪) তোমরা কি তাতে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি? (৬৫) আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আমি তা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারি। তখন

فظلتم تفكهون ﴿٦٦﴾ إنا لمغرمون ﴿٦٧﴾ بل نحن محرومون ﴿٦٨﴾ أفرءيتم الماء

ফাজাল্তুম তাফাক্কাহূন। ৬৬। ইন্না- লামুগরামূন। ৬৭। বাল্ নাহ্নু মাহ্রূমূন। ৬৮। আফারাআইতুমুল্ মা—আল

তোমরা হয়রান হয়ে কেবল কথার সৃষ্টি করবে, (৬৬) (বলবে) আমরাতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। (৬৭) আমরাতো বঞ্চিত হয়েছি। (৬৮) তোমরাকি পানি সম্পর্কে চিন্তা করেছ,

الذى تشربون ﴿٦٩﴾ ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ٥

লাযী তাশ্রাবূন। ৬৯। আ আনতুম্ আন্যাল্তুমূহু মিনাল্ মুয্নি আম্ নাহ্নুল্ মুন্যিলূন।

যা তোমরা পান কর? (৬৯) তোমরা কি তা (পানি) মেঘ হতে অবতরণ করাও না আমি অবতরণ করি?

﴿٧٠﴾ لو نشاء جعلنه أجاجا فلولا تشكرون ﴿٧١﴾ أفرءيتم النار التى تورون ٥

৭০। লাও নাশা—উ জ্বা'আল্না-হু উজা-জান্ ফালাওলা- তাশকুরূন। ৭১। আফারাআইতুমুন্ না-রাল্লাতী তূরূন।

(৭০) আমি ইচ্ছা করলে তা লোনা করে দিতে পারি? এরপরেও কেন তোমরা (আমার) কৃতজ্ঞতা স্বীকার করনা? (৭১) তোমরা কি সে অগ্নির দিকে লক্ষ্য করেছ, যা তোমরা জ্বালিয়ে থাক?

﴿٧٢﴾ ءأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ﴿٧٣﴾ نحن جعلنها تذكرة

৭২। আআন্তুম্ আন্শা'তুম্ শাজ্বারাতাহা~আম্ নাহ্নুল্ মুন্শিঊন। ৭৩। নাহ্নু জ্বা'আল্না-হা- তায্কিরাতাওঁ

(৭২) তোমরা কি সৃষ্টি কর (আগুন জ্বালাবার) সে বৃক্ষ, না আমি সৃষ্টি করি? (৭৩) আমিইতো সৃষ্টি করেছি, এ (অগ্নি) কে তোমাদের স্মরণের জন্য

০ টীকা (আঃ ৭২) ঃ আরব দেশস্থ অরণ্যে এরূপ বৃক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। যার শাখা-প্রশাখা বায়ু ভরে বা অন্য উপায়ে পরস্পর ঘর্ষিত হলে তা হতে অগ্নির উদ্ভব হয়। উত্তর ভারতের হিমালয় অঞ্চলে ঐরূপ অগ্নি-উৎপাদক বাঁশও পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে সে বিষয়ের উল্লেখ করে বলেছেন যে, তোমরা কি ঐরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন কর অথবা আমিই তার স্রষ্টা? আমিতো স্বীয় মহিমার নিদর্শনরূপে ও রাত্রিতে পথভ্রান্ত পথিকের পথ নির্দেশরূপে এই অগ্নি-উৎপাদক বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি। পথিক তা দ্বারা আলো জ্বালিয়ে স্বীয় গন্তব্য পথে চলতে পারে। (হক্কানী ও মাদারেকুত্তানযীল)

২/১৫ রুকু ● তিন চতুর্থাংশ

وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ○

ওয়া মাতা-'আল লিল্‌মুক্বওয়ীন। ৭৪। ফাসাব্বিহ্‌ বিস্‌মি রাব্বিকাল্‌ 'আজীম। ৭৫। ফালা~উক্বসিমু বিমাওয়া-ক্বি'ইন্‌ নুজুম

এবং উপকারী মরুবাসীদের জন্য বস্তু হিসেবে। (৭৪) সুতরাং আপনি তাসবীহ বর্ণনা করুন আপনার মহান রবের নামের। (৭৫) আমি শপথ করছি, অস্ত যাওয়া তারকা রাজির,

﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ○

৭৬। ওয়া ইন্নাহ্‌ লাক্বাসামুল্‌ লাও তা'লামূনা 'আজীম। ৭৭। ইন্নাহ্‌ লাকুরআ-নুন কারীম। ৭৮। ফী কিতা-বিম মাক্‌নূন।

(৭৬) নিশ্চয়ই এটি একটি বড় শপথ, যদি তোমরা বুঝতে? (৭৭) নিশ্চয়ই সে কুরআন অতি মর্যাদা সম্পন্ন। (৭৮) যা লিখিত আছে এক সুরক্ষিত কিতাবে,

﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ

৭৯। লা- ইয়ামাস্‌সুহূ~ইল্লাল মুত্বাহ্‌হারূন। ৮০। তান্‌যীলুম্‌ মির্‌ রাব্বিল আ-লামীন। ৮১। আফাবিহা-যাল্‌ হ্বাদীছি

(৭৯) যারা পবিত্র, তারাই শুধু তা স্পর্শ করতে পারে। (৮০) এ কুরআন সারা জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। (৮১) এর পরেও কি তোমরা এ

أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ

আন্‌তুম্‌ মুদ্‌হিনূন। ৮২। ওয়া তাজ্‌'আলূনা রিয্‌ক্বাকুম্‌ আন্নাকুম্‌ তুকায্‌যিবূন। ৮৩। ফালাও লা~ইযা- বালাগাতিল্‌

বাণীকে উপেক্ষা করবে? (৮২) আর তোমরা মিথ্যারোপ করাকেই তোমাদের পেশা হিসাবে নির্ধারণ করেছ। (৮৩) সুতরাং কেন নয়, যখন প্রাণ এসে পৌছে

الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا

হুলকুম। ৮৪। ওয়া আন্‌তুম্‌ হীনাইযিন্‌ তান্‌জুরূন। ৮৫। ওয়া নাহ্‌নু আক্বরাবু ইলাইহি মিন্‌কুম্‌ ওয়ালা-কিল্‌ লা-

কণ্ঠনালীতে, (৮৪) এবং তখন তোমরা শুধু তাকিয়েই থাক, (৮৫) এবং তখন আমি তার কাছে, তোমাদের চেয়েও অধিক নিকটে থাকি, কিন্তু তা তোমরা

تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

তুবস্বিরূন। ৮৬। ফালাওলা~ইন্‌ কুন্‌তুম্‌ গাইরা মাদীনিন। ৮৭। তার্‌জ্বি'উনাহা~ইন্‌ কুন্‌তুম্‌ স্বা-দিক্বীন।

দেখ না। (৮৬) আর যদি তোমরা নিয়ন্ত্রণাধীন না হও, (৮৭) তবে কেন তা তোমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসনা? যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও।

﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا

৮৮। ফাআম্মা~ইন্‌ কা-না মিনাল্‌ মুক্বার্‌রাবীন। ৮৯। ফারাওহুঁও ওয়া রাইহা-নুঁও ওয়া জান্নাতু না'ঈম। ৯০। ওয়া আম্মা~

(৮৮) আর যদি সে আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তদের মধ্যে হয় (৮৯) তবে তার জন্য রয়েছে সুখ-শান্তি এবং স্থায়ী (উত্তম) জীবিকা, সুখময় জান্নাতে। (৯০) আর যদি

إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا

ইন্‌ কা-না মিন্‌ আস্বহা-বিল্‌ ইয়ামীন। ৯১। ফাসালা-মুল্‌ লাকা মিন্‌ আস্বহা-বিল্‌ ইয়ামীন। ৯২। ওয়া আম্মা~

সে ডান পার্শ্বের ব্যক্তি হয়, (৯১) (তাকে বলা হবে) হে ডান পার্শ্বের ব্যক্তি! তোমার জন্য সালাম। (৯২) আর যদি

إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ

ইন্‌ কানা- মিনাল মুকায্‌যিবীনাদ্ব দ্বা—ল্লীন। ৯৩। ফানুযুলুম্‌ মিন্‌ হ্বামীমিঁও ৯৪। ওয়া তাস্বলিয়াতু

সে মিথ্যারোপকারী ও পথভ্রষ্ট হয়, (৯৩) তবে তার আপ্যায়ন হবে গরম পানি দ্বারা। (৯৪) আর সে (জাহান্নামের) আগুনে

جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ○ ৩/১৬ রুকু

জাহীম। ৯৫। ইন্না হা-যা- লাহুওয়া হাক্বকুল্‌ ইয়াক্বীন। ৯৬। ফাসাব্বিহ্‌ বিস্‌মি রাব্বিকাল্‌ 'আজীম।

নিক্ষিপ্ত হবে, (৯৫) নিশ্চয়ই এ কথা অতি সত্য। (৯৬) সুতরাং তুমি তাসবীহ (পবিত্রতা) বর্ণনা কর, তোমার মহান প্রতিপালকের নামে।

সূরা হাদীদ
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২৯
রুকূ ঃ ৪

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ

১। সাব্বাহা লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি, ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল হাকীম। ২। লাহূ মুল্‌কুস্

(১) আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই, তিনি মহা প্রভাবশালী ও বিজ্ঞ। (২) তাঁরই (একক) কর্তৃত্বে রয়েছে

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি, ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ৩। হুওয়াল্

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী, তিনিই (সৃষ্টি করে) জীবন দান করেন এবং তিনিই (তার পরে) মৃত্যু ঘটান, তিনি প্রতিটি বিষয়ের ওপর মহা শক্তিবান। (৩) তিনিই

الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي

আওয়্যালু ওয়াল্ আ-খিরু ওয়াজ্‌জা-হিরু ওয়াল্ বা-ত্বিনু, ওয়া হুওয়া বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম। ৪। হুওয়াল্লাযী

প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশিত তিনিই গোপনীয়, তিনিই সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। (৪) তিনিই

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۖ يَعْلَمُ

খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্ তাওয়া- 'আলাল্ 'আরশি ; ইয়া'লামু

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিবসে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপর আসীন হয়েছেন। তিনি জানেন,

مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ

মা- ইয়ালিজু ফিল্ আরদ্বি ওয়ামা- ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হা- ওয়ামা- ইয়ান্‌যিলু মিনাস্ সামা—ই ওয়ামা- ইয়া'রুজু

ভূমির মধ্যে যা কিছু যায় এবং তা হতে যা কিছু বের হয় এবং (তিনি জানেন) আকাশ হতে যা কিছু অবতরণ করে এবং যা কিছু তাতে (আকাশে)

○ টীকা (আঃ ৪) ঃ তিনি (আল্লাহ্) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশসমূহেরও জ্ঞান রাখেন। প্রতিটি বীজ যা ভূমিস্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, প্রতিটি পত্র ও অঙ্কুর যা ভূমি থেকে উদ্ভূত হয়, বৃষ্টির এক এক বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয়, বাষ্পের প্রতিটি পরিমাণ যা সমুদ্র জলাশয় থেকে উত্থিত হয়ে আকাশপানে ধাবিত হয় সবই তাঁর গোচরীভূত। তিনি জানেন কোন বীজ ভূমির কোন স্থানে পতিত হয়েছে; তবেই তো তিনি তা বিদীর্ণ করে তা থেকে অংকুর উদগত করেন এবং তাকে লালন করে বিকাশ ও বৃদ্ধি করেন। তিনি জানেন বাষ্পের কতটা পরিমাণ কোথা থেকে উত্থিত হয়েছে এবং কোথায় তা পৌছেছে, তবেই তো তিনি তা সবকে একত্রিত করে মেঘ প্রস্তুত করেন এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক জায়গায় এক হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন। (বঃ কোঃ)

فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَّهُ مُلْكُ

ফীহা-; ওয়া হুওয়া মা'আকুম আইনা মা-কুন্তুম্; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর। ৫। লাহূ মুলকুস্

ওঠে। তোমরা যেথায় অবস্থান করনা কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। তোমাদের কৃতকর্মগুলো আল্লাহ ভালোভাবে দেখেন। (৫) তাঁরই মালিকানা

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ; ওয়া ইলাল্লা-হি তুরজ্বা'উল্ উমূর। ৬। ইউলিজুল লাইলা ফিন্ নাহা-রি

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং সব বিষয়ই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৬) তিনি (আল্লাহ) রাতকে নিয়ে আসেন দিবসের মধ্যে

وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ওয়া ইউলিজুন্ নাহা-রা ফিল্ লাইলি ; ওয়া হুওয়া 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব স্বুদূর। ৭। আ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী

দিবসকে নিয়ে আসেন রাতের মধ্যে। তিনিই মনের সব (গোপন) খবর জানেন। (৭) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ

ওয়া আন্ফিকূ মিম্মা- জ্বা'আলাকুম্ মুস্তাখ্লাফীনা ফীহি ; ফাল্লাযীনা আ-মানূ মিন্কুম ওয়া আন্ফাকূ লাহুম্

এবং তিনি তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং (দ্বীনের জন্য) ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে

أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا

আজ্রুন্ কাবীর। ৮। ওয়ামা- লাকুম লা- তু'মিনূনা বিল্লা-হি, ওয়ার্রাসূলু ইয়াদ'উকুম্ লিতু'মিনূ

মহা প্রতিদান। (৮) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য

بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ

বিরাব্বিকুম ওয়া ক্বাদ্ আখাযা মীছা-ক্বাকুম ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন। ৯। হুওয়াল্লাযী ইউনাযযিলু

আহ্বান করছে এবং (আল্লাহ) তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছেন, যদি তোমরা মুমিন হও। (৯) তিনিই (আল্লাহ) অবতীর্ণ করেন,

عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ

'আলা- 'আব্দিহী~আ-য়া-তিম্ বায়্যিনা-তিল্ লিইউখ্রিজ্বাকুম্ মিনায্ জুলুমা-তি ইলান্ নূরি ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা

তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদেরকে অনাচার (কুফরী) হতে বের করে (ঈমানের) নূরের দিকে নিয়ে আসার জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ

بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ

বিকুম্ লারাঊফুর রাহীম। ১০। ওয়ামা- লাকুম্ আল্লা- তুন্ফিকূ ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া লিল্লা-হি মীরা-ছুস্ সামা-ওয়া-তি

তোমাদের ওপর অতি মেহেরবান। (১০) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা (দ্বীনের জন্য) ব্যয় করছ না? আকাশমণ্ডলী

বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ لايستوى منكم - এখানে বিজয় দ্বারা, অধিকাংশ তফসীরকারের মতে মক্কা বিজয়কে বুঝান হয়েছে। কারো মতে– হোদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝান হয়েছে। কেননা এটাও ছিল মুসলমানদের জন্য মক্কা বিজয়ের সূচনা। যা হোক হোদায়বিয়া অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানগণ আর্থিক অবস্থা এবং জনবলের দিক দিয়ে খুবই দুর্বল ছিল। এ কঠিন অবস্থায়ও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করত এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমানগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হল। তাদের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন– (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে কঠিন অবস্থার দানে এবং বিজয়ের পরের দানে সওয়াব প্রাপ্তির বেলায় সমান নয়। (কুঃ কারীম)

وَالْاَرْضِ ۗ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ

ওয়াল্ আরদ্বি ; লা- ইয়াসতাওয়ী মিন্‌কুম্ মান্ আন্‌ফাক্বা মিন্ ক্বাব্‌লিল্ ফাত্‌হি ওয়া ক্বা-তালা ; উলা —ইকা আ'জামু

ও পৃথিবীর মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং (আল্লাহর শত্রুদের সাথে) যুদ্ধ করেছে, সে (অন্যদের) সমান নয়; বরং

دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۗ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۗ وَاللّٰهُ

দারাজ্বাতাম্ মিনাল্ লাযীনা আন্‌ফাকূ মিম্ বা'দু ওয়া ক্বা-তালূ ; ওয়া কুল্লাওঁ ওয়া'আদাল্ লা-হুল্ হুস্‌না-; ওয়াল্লা-হু

তাদের চেয়ে তারা পদমর্যাদায় অধিক শ্রেষ্ঠ, যারা বিজয়ের পরে ব্যয় (দান সদকা) করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহর উত্তম প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাদের সবার জন্যই। আল্লাহ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗ ১ ع ৫০ ১৭ রুকূ

বিমা- তা'মালূনা খাবীর। ১১। মান্ যাল্লাযী ইউক্বরিদ্বুল্লা-হা ক্বারদ্বান্ হাসানান্ ফাইউদ্বা-'ইফাহূ লাহূ ওয়া লাহূ~

তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে খবর রাখেন। (১১) কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিবে? তবে তিনি সেটা তার জন্য দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে

اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٢﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

আজ্‌রুন কারীম। ১২। ইয়াওমা তারাল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি ইয়াস্'আ- নূরুহুম্ বাইনা আইদীহিম্

সম্মানজনক পুরস্কার। (১২) সে দিন, আপনি দেখবেন যে, মুমিন পুরুষ এবং নারীগণের অগ্রভাগে এবং ডান পার্শ্বে তাদের (তাওহীদের) জ্যোতি ধাবিত হবে।

وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ

ওয়া বিআইমা-নিহিম্ বুশ্‌রা-কুমুল্ ইয়াওমা জ্বান্না-তুন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-;

(তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমাদের জন্য সু-খবর এমন জান্নাতের, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে,

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا

যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্ 'আজীম। ১৩। ইয়াওমা ইয়াকূলুল্ মুনা-ফিকূনা ওয়াল মুনা-ফিক্বা-তু লিল্লাযীনা আ-মানুন্

এটাই তাদের বিরাট সাফল্য। (১৩) সেদিন মুনাফিক পুরুষ এবং মহিলারা, মুমিনগণকে বলবে, আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, যাতে আমরা তোমাদের

انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۗ فَضُرِبَ

জুরূনা- নাকৃতাবিস্ মিন্ নূরিকুম্, ক্বীলারজ্বি'ঊ ওয়া রাআ—কুম্ ফাল্‌তামিসূ নূরান ; ফাদ্বুরিবা

জ্যোতি হতে কিছু নিতে পারি। তাদের বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলো তালাশ কর। অতঃপর তাদের উভয়ের

بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۗ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

বাইনাহুম্ বিসূরিল লাহূ বা-বুন; বা-ত্বিনুহূ ফীহির্ রাহ্‌মাতু ওয়া জা-হিরুহূ মিন্ ক্বিবালিহিল্ 'আযা-ব্।

মাঝে একটি প্রাচীর টেনে দেয়া হবে, যাতে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।

○ টীকা (আঃ ১৩) ঃ এটা তখন হবে, যখন মুসলমানরা নিজেদের ঈমান ও আমলের বরকতে বহু দূর অগ্রসর হয়ে যাবে। আর মুনাফেকদেরকে পিছনের দিক হতে মুসলমানদের সাথে পুলছিরাতের উপর উঠান হবে। তাদের নিকট হয়তো প্রথম হতেই কোন আলো থাকবে না। কিংবা প্রথমে কিঞ্চিৎ আলো হয়ে পরে তা নিভে যাবে। কেননা, পৃথিবীতে বাহ্যিকভাবে তারা মুসলমানদের সাথে থাকত, কিন্তু অন্তর মুসলমানগণ হতে দূরে ছিল। এ কারণে আলো দিয়ে পরে নিভিয়ে দেওয়া হবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ১৪) ঃ এ দেয়াল সত্যই দেয়াল নয়; বরং আ'রাফ নামক স্থান। অভ্যন্তরের দিক বলতে মু'মেনদের দিক, রহমত বলতে বেহেশত, বাইরের দিক বলতে কাফেরদের দিক এবং আযাব বলতে দোযখ উদ্দেশ্য। সম্ভবতঃ এই দরজাটি কথাবার্তা বলার কিংবা বেহেশতে প্রবেশের পথ হবে। (বঃ কোঃ)

١٤ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ

১৪। ইউনা-দূ নাহুম্ আলাম্ নাকুম্ মা'আকুম ; ক্বা-লূ বালা- ওয়ালা- কিন্নাকুম্ ফাতানতুম্ আন্‌ফুসাকুম্ ওয়া তারাব্বাস্‌তুম্
(১৪) তারা মুমিনগণকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে, হ্যাঁ, ছিলে সত্যি। কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজদেরকেই বিপদে ফেলেছ এবং

وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

ওয়ার্‌তাব্‌তুম্ ওয়া গার্‌রাত্‌কুমুল আমা-নিয়্যু হাত্তা- জা—আ আম্‌রুল্লা-হি ওয়া গাররাকুম্ বিল্লা-হিল্ গারূর।
তোমরা আমাদের অকল্যাণের প্রতীক্ষা করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং তোমাদের দুরাশা তোমাদেরকে ধোঁকার মধ্যে রেখেছিল আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত। আর প্রতারক তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছিল আল্লাহ সম্পর্কে।

١٥ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ

১৫। ফাল্‌ইয়াওমা লা-ইউ'খাযু মিন্‌কুম্ ফিদ্‌ইয়াতুওঁ ওয়ালা- মিনাল্লাযীনা কাফারূ-; মা'ওয়া- কুমুন্ না-রু ;
(১৫) আজ গ্রহণ করা হবে না তোমাদের থেকে কোন বিনিময় এবং যারা কুফরী করেছে তাদের থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের ঠিকানা।

هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١٦ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ

হিয়া মাওলা-কুম ; ওয়াবি'সাল্ মাস্বীর। ১৬। আলাম্ ইয়া'নি লিল্লাযীনা আ-মানূ~আন্ তাখ্‌শা'আ
এটাই তোমাদের বন্ধু এবং এটা খুবই নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) এখন পর্যন্ত কি সময় এসে পৌঁছেনি মুমিনগণের জন্য যে, তাদের

قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

কুলূবুহুম্ লিযিক্‌রিল্লা-হি ওয়ামা- নাযালা মিনাল্ হাক্কি ওয়ালা- ইয়াকূনূ কাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা
অন্তর আল্লাহর স্মরণে এবং যে হক (কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে তাতে, ভীত (নরম) হয়ে যায় এবং যাদেরকে তাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের মত না হয়ে যায়।

مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ○

মিন্ ক্বাবলু ফাত্বা-লা 'আলাইহিমুল্ আমাদু ফাক্বাসাত্ কুলূবুহুম ; ওয়া কাছীরুম্ মিন্‌হুম্ ফা-সিকূন।
অতঃপর তাদের ওপর দীর্ঘ সময় অতীত হয়েছে, ফলে তাদের অন্তরগুলো কঠিন হয়ে পড়েছে; এবং তাদের মধ্যে অনেক লোকই নাফরমান।

١٧ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ

১৭। ই'লামূ~আন্নাল্লা-হা ইউহ্‌য়িল্ আর্‌দ্বা বা'দা মাওতিহা-; ক্বাদ্ বাইয়্যান্না- লাকুমুল্ আ-য়া-তি
(১৭) তোমরা জেনে রাখ! আল্লাহই ভূমিকে তার মৃত্যুর পরে (অর্থাৎ শুষ্ক হবার পরে) জীবিত (সতেজ) করেন। আমিতো তোমাদের জন্যই আমার নিদর্শনাবলি প্রকাশ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন। ১৮। ইন্নাল্ মুস্‌স্বাদ্দিক্বীনা ওয়াল্ মুস্‌স্বাদ্দিক্বা-তি ওয়া আক্‌রাদ্বুল্লা-হা ক্বার্‌দ্বান্ হাসানাঁই
করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (১৮) নিশ্চয়ই (সদকা) দানকারী পুরুষ ও নারী এবং আল্লাহকে উত্তম কর্জ (ঋণ) দানকারীদের জন্য,

○ টীকা (আঃ ১৬) ঃ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আন্তরিক বিশ্বাস না থাকলে কেবল মৌখিক ঈমান, ঈমানের মধ্যে গণ্য নয়। এখন এই আয়াতে বলেছেন, যে ঈমানের মধ্যে প্রয়োজনীয় এবাদতের অভাব রয়েছে, তা পূর্ণ ঈমান নয়। সুতরাং তা পূর্ণ করবার জন্য মু'মেনদেরকে তিরস্কারের আকারে হুকুম করছেন যে, সকল গুনাহ্‌গার মু'মেন এবাদতে ত্রুটি করে থাকে, তাদের কি একথার সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার উপদেশ তথা সত্য ধর্মের পূর্ণ আনুগত্যতা সৃষ্টি হয়? অর্থাৎ, তারা গুনাহ্‌র কাজ ত্যাগ করে অন্তরের সাথে প্রয়োজনীয় এবাদত যথারীতি পালনে দৃঢ় সংকল্প কেন হয় না? (বঃ কোঃ)

يُضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٩﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ

ইউদা-'আফু লাহুম্ ওয়া লাহুম্ আজ্বরুন কারীম। ১৯। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী~উলা—ইকা হুমুছ্ব
তার (দানের) দ্বিগুণ (সওয়াব) তাদেরকে প্রদান করা হবে। তাদের জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার। (১৯) যারা আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, তারাই

الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۖ وَالَّذِيْنَ

স্বিদ্দীকূনা, ওয়াশ্শুহাদা—উ 'ইন্দা রাব্বিহিম ; লাহুম আজ্বরুহুম্ ওয়া নূরুহুম ; ওয়াল্লাযীনা
সিদ্দীক (সত্যবাদী) এবং শহীদ তাদের প্রতিপালকের নিকটে। তাদের জন্য রয়েছে (পরকালে) তাদের প্রাপ্য প্রতিদান এবং জ্যোতি। আর যারা

كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٢٠﴾ اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ ع ২ ১৮ রুকূ

কাফারূ ওয়াকায্যাবূ বিআ-য়া-তিনা~উলা—ইকা আস্বহা-বুল জ্বাহীম। ২০। ই'লামূ~আন্নামাল্ হায়া-তুদ্
(আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। (২০) জেনে রাখো! (এ) পার্থিব জীবনতো

الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۖ

দুন্ইয়া- লা'ইবুওঁ ওয়া লাহ্উওঁ ওয়া যীনাতুওঁ ওয়া তাফা-খুরুম্ বাইনাকুম ওয়া তাকা-ছুরুন ফিল্ আম্ওয়া-লি ওয়াল্ আওলা-দি ;
শুধু খেল-তামাসা ও চাকচিক্যময় (জীবন) এবং পারস্পরিক গর্ব করা এবং ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়;

كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ

কামাছালি গাইছিন্ আ'জ্বাবাল্ কুফ্ফা-রা নাবাতুহূ ছুম্মা ইয়াহীজু ফাতারা-হু মুস্বফাররান্ ছুম্মা ইয়াকূনু
এটা বৃষ্টির মত, যার দ্বারা উৎপন্ন (শস্য) কৃষকদেরকে আনন্দিত করে, অতঃপর যখন সেটা শুষ্ক হয়ে যায়, তখন সেটাকে তুমি হলুদ রং এর দেখতে

حُطَامًا ۖ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۖ وَمَا

হুত্বা-মান্ ; ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি 'আযা-বুন্ শাদীদুওঁ ওয়া মাগ্ফিরাতুম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রিদ্বওয়া-নুন ; ওয়ামাল্
পাও। অতঃপর সেটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। পরকালে রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং মার্জনা ও সন্তুষ্টি আল্লাহর তরফ থেকে;

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢١﴾ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

হায়া-তুদ্ দুন্ইয়া~ইল্লা- মাতা-'উল্ গুরূর। ২১। সা-বিকূ~ইলা- মাগ্ফিরাতিম মির্ রাব্বিকুম্ ওয়া জ্বান্নাতিন্ 'আরদ্বুহা-
(এ) পার্থিব জীবন শুধুমাত্র ধোঁকার সামগ্রী। (২১) তোমরা দ্রুত এগিয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে,

كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۖ ذٰلِكَ فَضْلُ

কা'আরদিস্ সামা—ই ওয়াল্ আর্দ্বি উ'ইদ্দাত্ লিল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী ; যা-লিকা ফাদ্বলুল
যার বিস্তৃতি আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান। যা তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে।

اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٢﴾ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ

লা-হি ইউ'তীহি মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আজীম। ২২। মা~আস্বা-বা মিম্ মুস্বীবাতিন্
এটা আল্লাহর দয়া, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ বড়ই দয়াশীল। (২২) পৃথিবীতে এবং তোমাদের (একান্ত)

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ

ফিল্ আর্দ্বি ওয়ালা- ফী~আন্ফুসিকুম ইল্লা- ফী কিতা-বিম্ মিন্ ক্বাব্লি আন্ নাব্রাআহা-; ইন্না যা-লিকা

নিজেদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা লিপিবদ্ধ থাকে কিতাবে (লওহে মাহফুজে) তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই এবং এ (কাজ) টি

عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٣﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ

'আলাল্লা-হি ইয়াসীর। ২৩। লিকাইলা- তা'সাও 'আলা- মা- ফা-তাকুম্ ওয়ালা- তাফ্রাহূ বিমা~আ-তা-কুম ; ওয়াল্লা-হু

আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (২৩) যাতে তোমরা পেরেশান না হও, তার ওপর, এবং যাতে তোমরা উৎফুল্ল না হও, যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তার ওপর। আল্লাহ

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٤﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ

লা-ইউহ্বিব্বু কুল্লা মুখ্তা-লিন্ ফাখূরি। ২৪। আল্লাযীনা ইয়াব্খালূনা ওয়া ইয়া'মুরূনান্ না-সা

ভালোবাসেন না দাম্ভিক, গর্বকারীদেরকে। (২৪) (ওরা এমন) যারা কৃপণতা করে, এবং অন্যদেরকেও কৃপণতা করার জন্য

بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٥﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا

বিল্বুখ্লি ; ওয়া মাইঁ ইয়াতাওয়াল্লা ফাইন্নাল্লা-হা হুওয়াল গানিইয়্যুল্ হ্বামীদ্। ২৫। লাক্বাদ্ আর্সাল্না- রুসুলানা-

নির্দেশ দেয়। যে আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (তাকে জানিয়ে দিন যে) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (২৫) নিশ্চয়ই আমি প্রেরণ করেছি রাসূলগণকে

بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ

বিল্বায়্যিনা-তি ওয়া আন্যাল্না-মা'আহুমুল্ কিতা-বা ওয়াল মীযা-না লিইয়াক্বূমান না-সু বিল্ক্বিসত্বি,

স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তাঁদের সাথে আমি অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মানদণ্ড (ইনসাফ), যাতে মানুষ ন্যায় বিচার কায়েম করতে পারে। আর আমি অবতরণ করেছি (সৃষ্টি

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ

ওয়া আন্যাল্নাল্ হ্বাদীদা ফীহি বা'সুন্ শাদীদুঁও ওয়া মানা-ফি'উ লিন্না-সি ওয়া লিইয়া'লামাল্লা-হু মাইঁ ইয়ান্স্বরুহূ

করেছি) লৌহ, যাতে রয়েছে অধিক ব্যক্তি এবং মানুষের অনেক কল্যাণ। (রাসূলগণকে এজন্য প্রেরণ করেছেন) যাতে, আল্লাহ (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নিতে পারেন যে, কে তাঁর

وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ

ওয়া রুসুলাহূ বিল্গাইবি ; ইন্নাল্লা-হা ক্বাওয়িয়্যুন 'আযীয। ২৬। ওয়া লাক্বাদ্ আর্সাল্না- নূহাওঁ ওয়া ইব্রা-হীমা

এবং তাঁর রাসূলগণকে অদৃশ্যভাবে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তিশালী এবং প্রতাপশালী। (২৬) আমি নূহ এবং ইব্রাহীমকে (নবী করে) প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

ওয়া জ্বা'আল্না- ফী যুররিয়্যাতিহিমান্ নুবুওয়্যাতা ওয়াল্ কিতা-বা ফামিন্হুম মুহ্তাদিন্, ওয়া কাছীরুম্ মিন্হুম্ ফা-সিকূন।

তাদের উভয়ের সন্তান-সন্ততির মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব প্রেরণ জারী রেখেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে কতিপয় সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছে এবং অধিকাংশ লোকই ছিল নাফরমান।

✪ টীকা (আঃ ২৩) ঃ কেননা, গর্ব সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যে ব্যক্তি নিজস্ব যোগ্যতা লাভ করেছে। অপরের ইচ্ছা ও নির্দেশে কোন বস্তু পাওয়া গেলে তাতে গর্ব করবার কি আছে? (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ২৩) ঃ আভ্যন্তরীণ গুণাবলির জন্য গর্বিত ব্যক্তিকে مختال এবং সম্পদ, মর্যাদা ইত্যাদি বাহ্যিক জাঁকজমকের জন্য অহংকৃত ব্যক্তিকে فخور বলা হয়েছে। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ২৫) ঃ কেননা, লৌহ দ্বারা বহুবিধ মারাত্মক অস্ত্র প্রস্তুত হয়। তার সাহায্যে পৃথিবীর শৃঙ্খলা ঠিক থাকে এবং অস্ত্র-শস্ত্রের ভয়ে অনেক বিশৃঙ্খল দূর হয়। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ২৫) ঃ এতদ্ব্যতীত লৌহ নির্মিত যন্ত্রপাতি দ্বারা মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকৃত হয়। (বঃ কোঃ)

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ ﴿٢٧﴾

২৭। ছুম্মা ক্বাফ্ফাইনা- 'আলা~আ-ছা-রিহিম বিরুসুলিনা- ওয়া ক্বাফ্ফাইনা- বি'ঈসাব্নি মারইয়ামা ওয়া আ-তাইনা-হুল ইন্জীলা
(২৭) এরপরে আমি তাদের পিছনে (অন্যান্য) রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি প্রেরণ করেছিলাম মরিয়মের পুত্র ঈসাকে

وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا

ওয়া জ্বা'আল্না- ফী কুলূবিল্ লাযীনাত্ তাবা'উহু রা'ফাতাওঁ ওয়া রাহ্মাতান ; ওয়া রাহ্বা-নিয়্যাতানিব্ তাদা'উহা- মা-
এবং তাকে দান করেছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম কোমলতা এবং দয়া, আর তারা বৈরাগ্যবাদ (ইহকাল বর্জন নীতি) কে নিজেরাই

كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ

কাতাব্না-হা- 'আলাইহিম ইল্লাব্তিগা—আ রিদ্বওয়া- নিল্লা-হি ফামা- রা'আওহা- হাক্ক্বা রি'আ- ইয়াতিহা-, ফাআ-তাইনাল্ লাযীনা
চালু করেছিল, আল্লাহর লাভের আশায়, কিন্তু আমি তাদের ওপর তা নির্ধারণ (ফরজ) করিনি। অথচ তারা সেটাও ঠিকভাবে পালন করেনি; তাদের

ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٢٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

আ-মানূ মিন্হুম আজ্‌রাহুম, ওয়া কাছীরুম্ মিন্হুম ফা-সিকূন। ২৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্
মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম এবং তাদের অনেক লোকই ছিল নাফরমান। (২৮) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে

ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل

তাকুল্লা-হা ওয়া আমিনূ বিরাসূলিহী ইউ'তিকুম্ কিফ্লাইনি মির্ রাহ্মাতিহী ওয়া ইয়াজ্ব'আল্
ভয় কর এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তিনি তাঁর নিজ রহমত হতে দ্বিগুণ (সওয়াব) দান করবেন এবং দিবেন তোমাদের জন্য (এমন) আলো,

لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٩﴾ لِّئَلَّا

লাকুম্ নূরান্ তামশূনা বিহী ওয়া ইয়াগফির্ লাকুম ; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ২৯। লিআল্লা-
যার দ্বারা তোমরা পথ চলবে। এবং তিনি তোমাদের (গুনাহ) মাফ করবেন, আল্লাহ বড়ই মার্জনাশীল ও অসীম দয়ালু। (২৯) (এটা এজন্য করবেন) যাতে

يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ

ইয়া'লামা আহ্লুল্ কিতা-বি আল্লা- ইয়াক্বদিরূনা 'আলা- শাইয়িম্ মিন্ ফাদ্বলিল্লাহি ওয়া আন্নাল্
(অবিশ্বাসী) কিতাবীগণ বুঝতে পারে যে, তাদের কোনই অধিকার নেই আল্লাহর রহমতের কোন অংশেই এবং (বুঝতে পারে যে)

ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ع ۝ ৪ ع ৪ ২০ রুকূ

ফাদ্বলা বিয়াদিল্লা-হি ইউ'তীহি মাই ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আজীম।
রহমত একমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা করুণাময়।

✪ টীকা (আঃ ২৭) ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর পরে মানুষ ধর্ম বিধান ত্যাগপূর্বক প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে, একদল ধর্মপরায়ণ লোক ধর্মপ্রচারে ব্রতী হলেন। প্রবৃত্তির পূজারীদের নিকট তা অসহনীয় হল। তারা রাজদরবারে প্রার্থনা করল, ধর্ম প্রচারকদেরকে প্রচারকার্য ত্যাগ করে আমাদের সহধর্মী হয়ে থাকতে বাধ্য করা হোক। তাদের উপর চাপ দেয়া হলে তারা আবেদন করল, আমরা কারও সাথে সংশ্রব রাখব না। আমাদেরকে স্বাধীন জীবন যাপনের অনুমতি দেয়া হোক। আমরা নির্জনে বসে কিংবা যাযাবররূপে থাকব। অতএব, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল। এরূপে তারা নিজেরা বৈরাগ্য আবিষ্কার করল। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ২৭) ঃ যারা হুযূর (সা)-এর যুগ পেয়েছে, তাদের সত্য রক্ষার শর্ত হল, হুযূর (সা)-এর উপর ঈমান আনয়ন করা। অতএব, তারাই সত্য লঙ্ঘনকারী, যারা হুযূর (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি। (বঃ কোঃ)

সূরা মুজাদালাহ্ মাদানী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ২২ রুকূ ঃ ৩

পারা ২৮

① قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ

১। ক্বাদ্ সামি'আল্লা-হু ক্বাওলাল্ লাতী তুজ্বা-দিলুকা ফী যাওজ্বিহা- ওয়া তাশ্‌তাকী~ইলাল্লা-হি,

(১) নিশ্চয়ই আল্লাহ সে নারীর কথা শুনেছেন, যে আপনার সাথে নিজ স্বামীর ব্যাপারে বাকবিতণ্ডা করতেছিল এবং আল্লাহর নিকটও ফরিয়াদ করতেছিল,

وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ ۢ بَصِيْرٌ ② اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ

ওয়াল্লা-হু ইয়াস্‌মা'উ তাহা-উরাকুমা-; ইন্নাল্লা-হা সামী'উম বাছীর। ২। আল্লাযীনা ইউজা-হিরূনা মিন্‌কুম মিন্

আল্লাহ শোনেন তোমাদের পরস্পরের আলাপ-আলোচনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শ্রবণকারী (ও) দর্শনকারী। (২) তোমাদের মধ্যে যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে

نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ

নিসা—ইহিম মা-হুন্না উম্মাহা-তিহিম ; ইন্ উম্মাহা-তুহুম ইল্লাল্ লা—ঈ ওয়ালাদ্‌নাহুম ; ওয়া ইন্নাহুম লাইয়াকুলূনা

যিহার (মায়ের সাথে তুলনা) করে, তাতে সে তাদের (প্রকৃত) মা হয়ে যায় না। তাদের মা তো তারাই, যাঁরা তাদেরকে প্রসব করেছে। তারা এক

مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ③ وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ

মুন্‌কারাম্ মিনাল ক্বাওলি ওয়াযূরা- ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লা'আফুওউন্ গাফূর। ৩। ওয়াল্লাযীনা ইউজা-হিরূনা মিন্

অযৌক্তিক এবং মিথ্যা কথাই বলে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৩) যে ব্যক্তি তার নিজ স্ত্রীর সাথে যিহার করে,

نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ

নিসা—ইহিম ছুম্মা ইয়া'উদূনা লিমা- ক্বা-লূ ফাতাহ্‌রীরু রাক্বাবাতিম্ মিন্ ক্বাব্‌লি আই ইয়াতামা—স্‌সা- ; যা-লিকুম

অতঃপর যা বলেছিল তা থেকে প্রত্যাহার করে, তবে তাদের কাজ হল, একটি ক্রীতদাস আজাদ করে দিবে, পরস্পরে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বেই;

تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ④ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

তূ'আজূনা বিহী ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর। ৪। ফামাল্ লাম্ ইয়াজ্বিদ্ ফাস্বিয়া-মু শাহ্‌রাইনি

এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন। (৪) যে এ কাজ করার ক্ষমতা রাখে না, তবে সে যেন

مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ

মুতাতা-বি'আইনি মিন ক্বাব্‌লি আই ইয়াতামা—স্‌সা- ; ফামাল্ লাম্ ইয়াস্‌তাত্বি' ফাইত্ব'আ-মু সিত্তীনা মিস্‌কীনান ; যা-লিকা

একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে দু' মাস রোজা রাখে; যে তারও ক্ষমতা রাখে না, সে যেন ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খানা খাওয়ায়; এ নির্দেশ এ কারণে যে,

○ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ قد سمع الله - ইসলামের পূর্বে নিয়ম ছিল যে, কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে একথা বলে যে, "তুমি আমার মা" তবে এতে সারা জীবনের জন্য সে স্ত্রী তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সে স্ত্রীগণের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। রাসূলের (স) সময় একজন মুসলমান আওস বিন সামিত (রা) তাঁর স্ত্রী খাওলাকে, উপরোক্ত কথাই বলেছিল। স্ত্রী পেরেশান হয়ে রাসূলের (স) কাছে হাজির হন এবং ঘটনা বর্ণনা করেন। হুযুর (স) বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ বিশেষ কোন বিধান নাযিল করেননি। তবে আমার ধারণায়, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছ। এখন তোমরা কিভাবে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে। সে মহিলা বিভিন্ন অভিযোগ এবং সমস্যার কথা তুলে ধরল এবং হুযুর (স)-এর সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। সে মহিলা এক পর্যায়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী তালাক দেয়ার উদ্দেশ্যে একথা বলেনি। মহিলা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। অবশেষে আল্লাহর দরবারে মহিলা মুনাজাত করে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার নবীর মাধ্যমে আমার এ সমস্যাটির সমাধান করে দাও। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (তাঃ ওসমানী)